দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

ফতোয়া আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ফোরামে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট একটি প্রশ্ন?? ৪

এসকল স্থানে হামলা করার ব্যাপারে শারিয়াতের হুকুম জানতে চাই আহলে ইলম ভাইদের নিকট..... ৯

সম্মানিত আলেম ও মুফতি ভাইদের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার বিষয়ে, একটি ফাতোয়া জানতে চাই.....১২

শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করার ব্যাপারে শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়া.....১৬

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে জিহাদ বিল মালকে কেন জিহাদ বিন নফস (তথা স্বশরীরে জিহাদ) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে? ৩০

জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে পরিবারের ভরণপোষণ না করার বিধান..... ৪০

যে কারণে আমাদের কাজ ফিকহের দৃষ্টিতে জিহাদ হবে, কিন্তু অন্যদেরটা নয়!. ৪৩

সংশয়: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই? ৪৭

ফোরামে ইলম ও জিহাদ ভাইয়ের নিকট একটি প্রশ্ন??

usama alhindi

Member

০২-১০-২০১৯

প্রিয় ভাই, বর্তমান বিশ্ব কুফুরী শাসন ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত কিন্তু তাদের কুফুরীর বিভিন্ন স্তর রয়েছে যার ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে তাকফীর করে থাকি যেমন : শাষকবর্গ, সামরিক বাহিনী , বিচার বিভাগ ইত্যাদি এখন জানার বিষয় হচ্ছে বিচার বিভাগ যাদেরকে আমরা দলগতভাবে তাকফীর করে থাকি যেমন : **العمدة في اعداد العدة** এর লেখক **الجامع في طلب العلم الشريف** এর মধ্যে ও মাওলানা যুবাইর সাহেব হাফি: ফিকহে ইসলামি এর মধ্যে ও আমাদের তানজীমের আকীদা মানহাজ পুরাতনটার মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি কিতাবে তাদেরকে দলগতভাবে তাকফীর করেছেন কিন্তু উম্মাহর উজ্জ্বল নক্ষত্র শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম রহ:, মুহাম্মদ কুতুব রহ:, আবুল হাসান আলী আন নদভী রহ:ও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (দা:বা) সহ অনেকেই তাদেরকে তাকফীর করেননি। তাঁরা বলেছেন যদি এটা তারা হালাল মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যারা কাফের বলেন না তারা বলেন এদের উপমা হচ্ছে একদল লোক মদ তৈরি করে আর অপর কিছু লোক এগুলো সাপলাই দেয় তাদের মত অর্থ্যাৎ বিচারকদেরকে তারা সাপলাইকারিদের সাথে তুলনা করেছেন এখন কি আমরা তাদেরকে তাকফীর করবো নাকি করবো না এই ব্যাপারে মুফতা বিহি কওল কোনটা হবে?

=>আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের আগের আকীদা মানহাজে বিচার বিভাগ কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে বিচার বিভাগ আনা হয়নি ।

=>আগের আকীদা মানহাজে সামরিক বাহিনী কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে তারা কুফুরীতে লিপ্ত এতটুকুতেই কথা শেষ করেছে দলগতভাবে তাকফীর করেননি এগুলোর ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বললে অনেক ভালো হতো। আল্লাহ আপনার মেহনতকে কবুল করুন আমীন।❤❤❤❤

ইলম ও জিহাদ

Senior Member

02-11-2019

বিচারকদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর বক্তব্য এমন,

خامسا: (القضاة): الذي ينفذ هذا القانون أو هذا التشريع وهو لا يحبه ويكرهه ويتمنى أن يطبق النظام الإسلامي فهو فاسق وعمله حرام وراتبه حرام، ولكن لا يخرج من الإسلام. اهـ

“পঞ্চমত: বিচারক, যারা এই কানূন বা প্রণীত বিধানকে (সে অনুযায়ী বিচারের মাধ্যমে) কার্যকর করে থাকে। সে এ কানূনকে পছন্দ করে না, বরং অপছন্দ করে। ইসলামী নেজাম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায় থাকে। সে ফাসেক। তার চাকরি হারাম। তার বেতন হারাম। তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না।”- মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ ১০

এখানে বিচারক কাফের না হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত করা হয়েছে-

ক. আইন প্রণয়নের কোন অধিকার তার না থাকতে হবে। তার কাজ হবে শুধু অন্যদের দ্বারা তৈরিকৃত আইন বাস্তবায়ন করা।

খ. কুফরি আইনকে অপছন্দ করতে হবে এবং ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খী হতে হবে।

অতএব, যদি কুফরি আইনের প্রতি মহব্বত রাখে বা ইসলামী আইনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে তাহলে কাফের। তদ্রূপ, যদি তার আইন প্রণয়নের অধিকার থাকে এবং কোন কুফরি আইনের অনুমোদনে সম্মত হয় বা দস্তখত করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমনটা তিনি উক্ত স্থানেই একটু আগে বলেছেন,

ثانيا: المقننون الذين يقننون القوانين في هذا التشريع المخالف لشرع الله: هؤلاء كفرة كالسدنة والكهنة الذين عند اللات والعزى، حتى لو قننوا أو صاغوا مادة قانونية واحدة مصادمة لدين الله .ثالثا: مجلس النواب أو مجلس الأمة: إذا و افق أو وقع أي واحد - ممن في داخل هذا المجلس - على قانون واحد أو مادة واحدة تحل ما حرم الله أو تحرم ما أحل الله يخرج من الإسلام .فمثلا لو قالوا يحرم الجهاد، أو يحرم التجمع في المساجد، أو يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يقول: المرأة مساوية للرجل في الميراث، أو لا يجوز الزواج بالثانية، أو لا يجوز الطلاق؛ فمن وقع على واحدة منها فقد كفر بهذا الدين وخرج من ملة الإسلام والمسلمين.اهـ

"**দ্বিতীয়ত**: শরীয়ত বিরোধী আইন রচয়িতারা, যারা এসব শরীয়ত বিরোধী আইন প্রণয়ন করে থাকে: এরা লাত উজ্জার নিকট বিদ্যমান নেতৃবর্গ ও জ্যোতিষীদের মতোই কাফের। এমনকি আল্লাহর দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক একটা বিধান প্রণয়ন করলেও কাফের।

তৃতীয়ত: সংসদ সদস্য: পার্লামেন্টের অন্তর্গত যেকোন সদস্য যদি এমন একটা আইন বা একটা পয়েন্টের সাথেও ঐক্যমত ব্যক্ত করে বা তাতে দস্তখত করে, যা আল্লাহর হারামকে হালাল বা আল্লাহর হালালকে হারাম করে- তাহলে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। উদাহরণত: যদি বলে, জিহাদ নিষিদ্ধ বা মসজিদে একত্রিত হওয়া নিষিদ্ধ বা আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার নিষিদ্ধ; কিংবা বলে, মহিলা পুরুষের সমান মিরাস পাবে বা দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি নেই বা তালাক দেয়া যাবে না- যে এসবের কোন একটাতে দস্তখত দেবে, সে এই ধর্মের সাথে কুফরী করেছে ধর্তব্য হবে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে।"- মাফহুমুল হাকিমিয়্যাহ্ ৯

এখন আমাদের বর্তমান বিচারকদের অবস্থা যাচাই করে দেখা হোক যে, তারা ইসলামী আইনের প্রতি বিদ্বেষ রাখে কি রাখে না, কুফরি আইন পছন্দ করে কি করে না, আইন প্রণয়ন বা অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে কি রাখে না, কুফরি আইনের পক্ষে অনুমোদন বা দস্তখত দেয় কি দেয় না- তাহলেই বুঝা যাবে এরা

মুমিন না কাফের, বা কে মুমিন আর কে কাফের। যেসব শর্তে তাদের মুমিন বলা হয়েছে আল্লাহ মালূম শ'তে দু'চার জনের মধ্যেও সেসব শর্ত বিদ্যমান আছে কি না।

অধিকন্তু বিচারকদের তাকফির না করা সর্বসম্মত নয়। বরং আমার কাছে মনে হল, মাশায়েখগণ তাগুতি বিচারকদেরকে এমপিদের মতোই তাকফির করেন। সীমিত পরিসরের গুটি কতক বিচারক ছাড়া বাকি সকলকেই তারা তাকফির করেন। তাকফির করেন না এমন মনে হয় হাতে গোনা কয়েকজন। আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. তাদেরই একজন। তবে তিনি যে শর্তে তাকফির না করেছেন, সেসব শর্ত পাওয়া যাওয়া বিচারক খুঁজে পাওয়া হয়তো দুষ্কর হবে।

বিচারকদের কুফরির কারণ শায়খ আবুল মুনযির শানকিতি সংক্ষেপে সহজে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

وأما القاضي فإنه يكفر بمناطين: - مناط الحكم بغير ما أنزل الله , لأنه يصدق عليه قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة (44)ومناط التحاكم على غير شرع الله , لأنه يصدق عليه قوله تعالى} :أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا} [النساء: 60 .]اهـ - .

"বিচারক দুই কারণে কাফের: (১). হুকুম বি গাইরি মা আনযালাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যারা আল্লাহ তাআলা যে বিধান নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না তারাই প্রকৃত কাফের।'-মায়েদা ৪৪

(২). আল্লাহর শরীয়ত ছেড়ে ভিন্ন বিধানের বিচারপ্রার্থী হওয়া। কারণ, তার উপর আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য, 'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার উপর তারা ঈমান এনেছে; অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থনার ইচ্ছা পোষণ করে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা যেন তা অস্বীকার করে। বস্তুত শয়তান

ইচ্ছা করছে তাদেরকে পরিপূর্ণ পথভ্রষ্ট করে ফেলতে।'- নিসা ৬০" **[দেখুন: আসয়িলাতু মুনতাদাল মিম্বার, প্রশ্ন নং ৭০২৯; আরো দেখুন ৩১০১, ৬৩৪১]**

=>(আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমাদের আগের আকীদা মানহাজে বিচার বিভাগ কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে বিচার বিভাগ আনা হয়নি)।

== মূল টার্গেট যেহেতু হুকুমত এ কারণে হয়তো অন্যান্য বিষয়েরতেমন তাফসিল করা হয়নি।

=(>আগের আকীদা মানহাজে সামরিক বাহিনী কে দলগতভাবে তাকফীর করেছে কিন্তু নতুনটার মধ্যে তারা কুফুরীতে লিপ্ত এতটুকুতেই কথা শেষ করেছে দলগতভাবে তাকফীর করেননি) ।

== কুফরিতে লিপ্ত মানেই দলগতভাবে কাফের। উভয়টার উদ্দেশ্য একই।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩৬২

এসকল স্থানে হামলা করার ব্যাপারে শারিয়াতের হুকুম জানতে চাই আহলে ইলম ভাইদের নিকট

Ilm Talash

Junior Member

০৪-২১-২০১৯

প্রশ্নঃ দারুল কুফরে (যা মুসলিমদের দখলে নেই। অর্থাৎ, যেখানের অমুসলিমরা মুসলিমদেরকে জিযিয়া প্রদান করে না। এমন স্থানে) অবস্থানরত বি-ধর্মীয় উপাসনালগুলোতে হামলার ব্যাপারে এবং হামলাকারীর ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি?

আহলে ইলম ভাইদের নিকট আবেদন উপরের প্রশ্নটির **"শারয়ী দৃষ্টিকোণ"** থেকে উত্তর জানালে খুব ভাল হয়। (কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়)

আদনান মারুফ

Senior Member

০৪-২২-২০১৯

সাধারণ নাগরিক যারা বিভিন্ন উপলক্ষে উপসনালয়ে উপাসনা করার জন্য আসে তাদের হত্যা করতে তো নিষেধ নেই, আর হাদিসে যদিও রাহেব তথা সন্ন্যাসীকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু উলামায়ে কেরাম বলেছেন, হাদিসে উল্লিখিত রাহেব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন সন্ন্যাসী যারা নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে না। আর যদি রাহেবরা মানুষের সাথে মেলামেশা করে তবে তাদের হত্যা করতে কোন নিষেধ নেই। আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু যখন ইয়াযীদ বিন আবী সুফয়ান রাযিআল্লাহু আনহুকে শামে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন তখন তাকে ওসিয়্যত করে বলেছিলেন,

إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. وستجد قوما فحصوا عن أوساط رءوسهم من الشعر. فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف». أخرجه الإمام مالك في الموطأ: (447/2 ط. دار إحياء التراث العربي)

তুমি এমন কিছু মানুষ পাবে যারা নিজেদের ধারণা অনুযায়ী নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছে, সুতরাং তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও, আর তুমি এমন

কিছু মানুষ পাবে যারা নিজেদের মাথার মধ্যভাগের চুল হলক করে, তুমি তাদের মাথার সেই ভাগেই তরবারী দ্বারা আঘাত করো। -মুয়াত্তা মালেক, ২/৪৪৭

ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহু শরহুস সিয়ার ও মাবসুতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখানে আবু বকর রাযিআল্লাহু আনহু যে দুই দলের কথা উল্লেখ করেছেন, এদের প্রথম হলো তারা যারা নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকে, মানুষের সাথে মেলামেশা করে না। আর দ্বিতীয় হল ঐ ধর্মীয় গুরু ও পুরোহিতরা যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে, মানুষকে মুসলমানদের বিপক্ষে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে, বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করে, ইমাম সারাখসী শরহুস সিয়ারুর কাবীরে (পৃ: ৪২ আশশারিকাতুশ শারকিয়্যাহ) বলেন,

بعث أبو بكر الصديق - ﷺ - يزيد بن أبي سفيان على جيش، فخرج معه يمشي وهو يوصيه.... ثم قال: إني موصيك بعشر فاحفظهن: إنك ستلقى أقواما زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم وما فرغوا له أنفسهم. وبه يستدل أبو يوسف ومحمد - ﷺ - في أن أصحاب الصوامع لا يقتلون. وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا.

وعن أبي يوسف - رحمه الله - قال: سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع فرأى قتلهم حسنا. والحاصل أن هذا إذا كانوا ينزلون إلى الناس ويصعد الناس إليهم فيصدرون عن رأيهم في القتال يقتلون، فأما إذا أغلقوا أبواب الصوامع على أنفسهم فإنهم لا يقتلون. وهو المراد في حديث أبي بكر - ﷺ - لتركهم القتال أصلا. وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة، فإذا أغلقوا الباب على أنفسهم اندفع شرهم مباشرة وتسبيبا. فأما إذا كان لهم رأي في الحرب وهم يصدرون عن رأيهم فهم محاربون تسبيبا فيقتلون.

قال: وستلقى أقواما قد حلقوا أوساط رءوسهم، فافلقوها بالسيف. والمراد الشمامسة، وهم بمنزلة العلوية فينا. وهم أولاد هارون - عليه السلام -. فقد أشار في هذا الحديث بطريق آخر: وتركوا شعورا كالعصائب. يصدر الناس عن رأيهم في القتال ويحثونهم على ذلك، فمنهم أئمة الكفر، قتلهم أولى من قتل غيرهم.

وإليه أشار في هذا الحديث بطريق آخر فقال: فاضربوا مقاعد الشياطين منها بالسيوف أي في أوساط رءوسهم المحلوقة. والله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم. قال الله تعالى: {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان

لهم} [التوبة: 12] والمراد بمقاعد الشياطين شعر رءوسهم، وذلك يكون في الرأس، كما قال أبو بكر - ﷺ - في إقامة الحد: اضربوا الرأس فإن الشيطان في الرأس

মাবসুত গ্রন্থে (১০/১৩৭ দারুল মারেফা) তিনি বলেন,

وقيل لا خلاف في الحقيقة، فإنهم إن كانوا يخالطون الناس يقتلون عندهم جميعا؛ لأن المقاتلة يصدرون عن رأيهم، وهم الذين يحثونهم على قتال المسلمين، وإن كانوا طينوا على أنفسهم الباب، ولا يخالطون الناس أصلا، فإنهم لا يقتلون؛ لأنهم لا يقاتلون بالفعل، ولا بالحث عليه

আর বর্তমান পাদ্রী ও সন্ন্যাসীরা যেহেতু মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাই তাদের হত্যা মৌলিকভাবে বৈধ। বরং সন্ন্যাসী ব্যতীত অন্যান্য ধর্মীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার বৈধতা তো চারো মাযহাবের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। (কাযায়া ফিকহিয়্যাহ ফি আলাকাতুদ দুওয়ালিয়্যাহ হালার হারবি, পৃ: ২৫০-২৫২) সুতরাং উপসনালয়ে হামলা করা শরিয়তের মৌলিক বিধান অনুযায়ী নিসন্দেহে যায়েজ।

তবে উপাসনালয়ে হামলা করা বৈধ হলেও ওয়াজিব নয়, আর মুবাহ বা বৈধ বিষয়ে আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লামা শামী বলেন, **طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب** গুনাহ নয় এমন বিষয়ে আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। - ফতোয়ায়ে শামী, ২/১৭২ দারুল ফিকর। শায়েখ আইমান জাওয়াহেরী নিউজিল্যান্ডের মসজিদে হামলার পর যে বয়ান দিয়েছেন তাতে উপাসনালয়ে হামলা করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং উপাসনালয়ে হামলা না করার বিধানটি এখন শুধু কৌশলগত বিধান হিসেবে বাকী রয়নি, বরং আমিরের আদেশের কারণে এখন হামলা না করা ওয়াজিবে পরিণত হয়েছে।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩০৯৪

সম্মানিত আলেম ও মুফতি ভাইদের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার বিষয়ে, একটি ফাতোয়া জানতে চাই

সত্যের খুজে

Senior Member

০৫-১৬-২০১৯

সম্মানিত ভাইয়েরা, আমরা জানি পরিপূর্ণ হক্ক দল হলো যারা পরিপূর্ণ ইসলামের উপর আছে তারা, আর যারা আংশিক ইসলাম মানে তারা পরিপূর্ণ ইসলামের উপর নেই, তো এখন আমার জানার বিষয় হলো যারা পরিপূর্ণ ইসলামের উপর নাই তাদের থেকে মাঝে মাঝে শুনাযায় তারা নাকি আল্লাহর রাসুলকে স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি তাদেরকে বলেছেন যে তোমরা যেটা করতেছো সেটা হক্ক সুতরাং তোমরা এর উপর অটল থাকো, তো আমার কথা হল যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর নেই তাদেরকে আবার কি ভাবে আল্লাহর রাসুল স্বপ্নে বলল যে তোমরা যা করছো সেটা হক্ক? আমার এটা বুঝে আসছে না, হক্ক তো একটা দলই হবে দুই দল হবে না, তাহলে এটার সমাধান কি ভাবে হবে?

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-১৭-২০১৯

আখি, আমি তিনটি বিষয় নিবেদন করছি, এর মাধ্যমে আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।

১. কোন দল হক কি না তা নিরুপণের একমাত্র মাপকাঠি হলো শরিয়তের দলিল তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। স্বপ্ন, কাশফ ও ইলহাম শরিয়তের কোন দলিল নয়। সুতরাং কেউ যদি স্বপ্নে রাসূলকে শরিয়ত বিরোধী কোন কিছু বলতে বা করতে দেখে তাহলে তা দলিল হবে না। কেননা হাদিস তথা রাসুলের কথা ও কাজ

শরিয়তের দলিল হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, বর্ণণাকারী ছিকাহ-নির্ভরযোগ্য হওয়া, জাগ্রত ও চৌকান্না অবস্থায় হাদিস শুনা। এজন্য কেউ যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন বা উদাসীন হয়ে হাদিস শুনে তাহলে তার হাদিস গ্রহণ করা হয় না। তো ঘুমন্ত অবস্থায় যেহেতু হাদিস গৃহিত হওয়ার শর্তগুলো পাওয়া যায় না তাই স্বপ্নে রাসূল থেকে শরিয়ত বিরোধী কোন কিছু দেখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

وكذلك قال في كلامه ﷺ في النوم أنه يعرض على سنته فما و افقها فهو حق وما خالفها فالخلل في سمع الرائي، فرؤيا الذات الكريمة حق والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره،

ইবনে আবী জামরা বলেন, স্বপ্নে রাসূলের থেকে কোন কথা শুনলে তা রাসূলের সুন্নাহর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে, যদি তা রাসূলের সুন্নাহর সাথে মিলে তাহলে বুঝা যাবে তা সত্য, অন্যথায় বুঝতে হবে, স্বপ্নদ্রষ্টা ভুল শুনেছে কিংবা ভুলভাল দেখেছে। -ফাতহুল বারী ১২/৩৮৭ দারুল ফিকর।

আমার এক উস্তায এ বিষয়টি বুঝানোর জন্য একটি ঘটনার অবতারণা করেন। এক মদখোর স্বপ্নে দেখে, রাসুল তাকে মদপান করার নির্দেষ দিচ্ছেন, পরে সে এক আলেমের কাছে এই স্বপ্নের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নালায়েক, রাসূল তোমাকে মদপান করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তোমার 'না' ছুটে গেছে, অর্থাৎ রাসূল তাকে বলেছিলেন, তুমি মদপান করো না। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় সে মনে করেছে, রাসূল তাকে বলছেন, তুমি মদপান করো। এরপর আলেম এর দলিল হিসেবে বলেন, তুমি তো আগে থেকেই মদপান করো, সুতরাং তোমাকে মদপান করার আদেশ দেওয়ার তো কোন অর্থ নেই।

২. রাসূলকে স্বপ্নে দেখার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, রাসূলকে হাদিস ও সীরাতে বর্ণিত অবয়বে দেখতে হবে, হাদিসে বলা হয়েছে, শয়তান রাসূলের আকৃতি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু শয়তান অন্য কারো আকৃতিতে এসে নিজেকে রাসূল বলে দাবী করতে পারে। এজন্য যে রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছে তার কর্তব্য হলো স্বপ্নে দেখা আকৃতি হাদিস ও সীরাতে বর্ণিত আকৃতির সাথে মিলে কিনা তা যাচাই করা। হাফেয ইবনে হাযার বলেন,

قالوا: إذا قال الجاهل رأيت النبي ﷺ فإنه يسأل عن صفته فإن و افق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه،

النائم لو رأى النبي ﷺ يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد، أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر، فالثاني هو المعتمد

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, জাহেল যদি বলে, আমি রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছি, তাহলে তার কাছে রাসূলের আকৃতির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হবে, যদি তার দেখা আকৃতি হাদিসে বর্ণিত আকৃতির সাথে মিলে তাহলে তো ভালো, নতুবা তার স্বপ্ন ধরতব্য হবে না। ... যদি স্বপ্নে কাউকে রাসুল কোন কাজের আদেশ দেন তাহলে তা শরিয়তসম্মত হলে পালন করবে, অন্যথায় নয়। ফাতহুল বারী, ১২/৩৮৭-৩৮৯

ইমাম কারাফী বলেন,

قال العلماء: إنما تصح رؤية النبي - عليه السلام - لأحد رجلين أحدهما صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم من الشيطان فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام -، وثانيهما :رجل تكررعليه سماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته - عليه السلام - ومثاله المعصوم كما حصل ذلك لمن رآه فإذا رآهجزم برؤية مثاله - عليه السلام - كما يجزم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته - عليه السلام - وأما غيرهذين فلا يحصل له الجزم بل يجوز أن يكون رآه - عليه السلام - بمثاله، ويحتمل أن يكون من تخييل الشيطان، ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا رسول الله، ولا قول من يحضر معه هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل الجزم

রাসূলকে দুই ব্যক্তির দেখাই সঠিক বলে ধরতব্য হবে, এক, সাহাবী, যিনি রাসূলকে জীবদ্দশায় দেখার কারণে স্বপ্নে অন্য কাউকে রাসূল মনে করার সম্ভাবনা নেই। দুই, যিনি রাসূলের অবয়ব সম্পর্কে বেশ ভালোভাবে অবগত। অন্যরা রাসূলকে দেখলেও যে রাসূলকেই দেখেছেন সে ব্যাপরে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। যদি যাকে দেখা গেছে সে নিজেকে রাসূল বলে দাবী করে, কিংবা স্বপ্নে উপস্থিত কোন ব্যক্তি আরেকজনকে রাসূল বলে শনাক্ত করে, কেননা শয়তান নিজেকে রাসূল বলে বা অন্য কোন শয়তানকে রাসূল বলে দাবী করতে পারে। আলফুরুক, ৪/২৪৫

৩. যারা জিহাদ বিরোধীতার জন্য রাসূলের আনীত দ্বীন বিকৃত করতে পারে তারা রাসূলের নামে মিথ্যা স্বপ্ন বানাতে পারবে না এর নিশ্চয়তা কি, এমন ব্যক্তিদের হাদিসও তো মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাদের স্বপ্নের কথা তো বলাই বাহুল্য। জিহাদ ও মুজাহিদদের বিপক্ষে তাদের সুস্পষ্ট মিথ্যাচারের কিছু কিছু কথা আমরাও শুনতে পেয়েছি।

সুতরাং সর্বাবস্থায় শরিয়তকে মাপকাঠি বানালেই আমরা সঠিক পথ পাবো, যে পথ সরল সহজ, যার ব্যাপারে রাসূল বলেছেন, আমি তোমাদের একটি সুস্পষ্ট ধর্মের উপর রেখে যাচ্ছি, যার রাতদিন সমান, (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস, ৪৩ শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন) সুতরাং এই ধর্ম খুবই সুস্পষ্ট। এই ধর্ম পালনের জন্য কুরআন হাদিসই যথেষ্ট, হেদায়াত পাওয়ার জন্য না কোন স্বপ্নের প্রয়োজন আছে, না কাশফ, ইলহামের, না আকাবিরদের মালফূযাতের না রুমী-শিরাজীর শের-কবিতার। রাসূল তো গ্যারান্টি দিয়েই গেছেন, যতদিন তোমরা কুরআন হাদিস আকড়ে থাকবে ততদিন কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। মুয়াত্তা মালেক, ২/৮৯৯ হাদিস, ৬৭৮

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৩০৮

শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করার ব্যাপারে শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর ফতোয়া

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-৩১-২০১৯

শিরক সংমিশ্রিত ঘটনা বিশ্বাস করা

প্রশ্ন: নিম্নোল্লিখিত কারামতগুলোর হুকুম কি?

ক. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর মুরিদ ইন্তেকাল করলে তার ছেলে কাঁদতে কাঁদতে হযরতের কাছে আসেন, তাকে দেখে হযরতের দয়া হয়, তিনি চতুর্থ আসমানে গিয়ে মালাকুল মউতের কাছ থেকে মুরিদের রুহ ফেরত চান, মালাকুল মউত বলেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশে আপনার মুরিদের রুহ কবয করেছি। হযরত বলেন, আমার আদেশে ফেরত দাও। মালাকুল মউত রুহ ফেরত না দিলে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী সেই দিন কবয করা রুহগুলো যে থলিতে ছিল সেটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেন। এতে সেই দিন মৃত্যুবরণকারী লোকেরা পূণর্জীবন লাভ করে। মালাকুল মউত আল্লাহ তায়ালার কাছে গিয়ে বলেন, এক পাগল রুহের থলি কেড়ে নিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, সে আবার এদিকে আসছে না তো? ফেরেশতা বললেন, না, এদিকে আসছে না। আল্লাহ তায়ালা বললেন, সে ফেরত যাওয়ায় ভালোই হয়েছে, যদি সে এদিকে আসতো আর আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যত মানুষ মারা গেছে তাদের সবাইকে জীবিত করতে বলতো, তাহলে আমি সবাইকে যিন্দা করতে বাধ্য হতাম।

খ. এক মহিলা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর নিকট এসে বলেন, হযরত আমাকে সন্তান দান করুন। হযরত বললেন, তোমার তাকদীরে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। মহিলা বললো, যদি লওহে মাহফুযে লেখাই থাকতো তাহলে আপনার কাছে আসার কি প্রয়োজন ছিল? হযরত আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আপনি তাকে সন্তান দান করুন। আল্লাহর পক্ষ হতে জবাব আসলো, তার ভাগ্যে তো লওহে মাহফুযে সন্তান লেখা নেই। হযরত বললেন, একটি না থাকলে দুটি দেন, জবাব আসলো, একটিই যখন নেই তো দুটি

কিভাবে দেব? হযরত বললেন, দুটি না থাকলে তিনটি দেন, জবাব আসলো, যখন দুটিই নেই তো তিনটি কিভাবে দেব? তার তাকদীরে তো কোন সন্তানই নেই। মহিলা নিরাশ হয়ে চলে যেতে উদ্যত হলে হযরত বড়পীর রহ. রাগান্বিত হয়ে তার দরজার মাটি তা'বীজ বানিয়ে মহিলাকে দিলেন এবং বললেন, তোমার সাতটি সন্তান হবে। মহিলা খুশি খুশি চলে গেল, এবং বাস্তবেই তার সাতটি সন্তান হয়েছিল।

গ. হযরত আব্দুল কাদের জীলানীর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, মুনকার-নাকীর থেকে আপনি কিভাবে মুক্তি পেলেন? জবাবে হযরত বললেন, বরং এটা জিজ্ঞেস করো যে, মুনকার-নাকীর আমার প্রশ্নের জবাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেল? তারা আমার কবরে আসলে আমি তাদের উভয় হাত আকড়ে ধরে বললাম, যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, আমি যমিনে খলিফা প্রেরণ করবো তো তোমরা কেন বলেছিলে যে, আপনি তো এমনি ব্যক্তিদের সৃষ্টি করবেন যারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তোমরা কি ভেবেছিলে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন!

উত্তর:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ (হুকুম দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর -সূরা ইউসুফ, আয়াত ৪০)।

উপরোল্লিখিত কারামাতগুলো মূর্তিপূজারীদের আকীদা-বিশ্বাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ মন্দ কাজ হতে দেখলে বাহুবলে তা প্রতিহত করবে। তা না পারলে জিহ্বার দ্বারা প্রতিরোধ করবে। আর এটাও না পারলে অন্তরের দ্বারা ঘৃণা করবে। এটাও না করলে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমানও বাকী থাকে না'। যারা এই শিরকমিশ্রিত ঘটনাগুলোকে হক মনে করে, এবং এই কুফরি-শিরকী আকীদা পোষণ করে তারা সুস্পষ্টরুপে কুরআন-হাদিসের বিরোধীতায় লিপ্ত, এবং তারা মূর্তিপূজারীদের মতোই আব্দুল কাদের জীলানীর পূজারী। তারা বান্দাকে আল্লাহ মনে করে, বরং পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় আল্লাহকে বান্দার সামনে বাধ্য-পরাস্ত জ্ঞান করে। এমন বিশ্বাস লালনকারী কাফের ও মুশরিক। যদি বুঝ হওয়ার শুরু থেকেই এই বিশ্বাস রাখে তাহলে প্রথম থেকেই কাফের। যতক্ষণ সে এই কুফরী আকীদা থেকে তাওবা না করবে এবং কালেমা

পড়ে ঈমান দোহরিয়ে না নিবে ততক্ষণ পরযন্ত সে মুসলমান হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

'যে আল্লাহর সাথে শিরিক করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন, এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না'। -সূরা মায়েদা, আয়াত ৭২

যদি কোন মুসলমানের গুনাহে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করে তাহলেও মেহেরবান আল্লাহ নিজ দয়ায় তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু মুশরিককে আল্লাহ তায়ালা কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

'আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শিরিক করাকে ক্ষমা করবেন না, শিরিক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত'। -সূরা নিসা, আয়াত: ১১৬

আর যারা প্রথমে তাওহীদের বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এই শিরকী বিশ্বাস গ্রহণ করেছে, তাদের সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যাবে, এই বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তারা জাহান্নামী হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'তোমাদের মধ্যে হতে যারা নিজেদের ধর্মত্যাগ করে (কাফের হয়ে যায়), অতপর কাফের অবস্থায়ই মৃতুবরণ করে তাদের দুনিয়া-আখেরাতে তাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। যেখানে তারা থাকবে চিরকাল'। -সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৮

উত্তর প্রদান:

এই ফতোয়াটি শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী সহ উপমহাদেশের বড় বড় আলেমদের সম্মুখে পেশ করা হয়, তারা এই ফতোয়াটিকে সহিহ বলে সমর্থন করেন, এতে স্বাক্ষর করেন। শুধু মৌলভী ইরশাদ হুসাইন রামপুরী বলেন, 'এই কারামতগুলো প্রত্যাখ্যান করা যায় না। কেননা এতে শরিয়ত ও ইসলামের আকীদা পরিপন্থী কোন কিছু নেই। আর শেষ কারামতটা ইকতেবাসুল আনওয়ার নামক গ্রন্থে রয়েছে, যা একটি গ্রহণযোগ্য কিতাব। আর প্রথম দুটি কারামত যদিও আমি কোন কিতাবে পাইনি, কিন্তু হযরত গাউসুস সাকালাইন (উভয় জাহানের সাহায্যকারী) এর ব্যাপারে লিখিত কিতাব অনেক, হতে পারে কোন কিতাবে এটি নকল করা হয়েছে' .....

তার কথা খন্ডন করে শায়েখ রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. বলেন, 'মৌলভী ইরশাদ হুসাইন সাহেবের কথা বড়ই আশ্চর্যজনক যে, তিনি এই ঘটনাগুলোর বাহ্যিকরুপকে শরিয়তের খেলাফ মনে করেন না। বিশেষ করে প্রথম ঘটনাতে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার আদেশ রদ করে দেওয়া, তার নিকট আল্লাহ তায়ালার পরাস্ত হওয়া এবং তাকে ভয় পাওয়া তো সুস্পষ্ট। যদি এগুলো শরিয়ত বিরোধী না হয় তাহলে আর কোন জিনিষ শরিয়ত বিরোধী হবে? যদি তিনি কোন ব্যাখা করে এই জবাব দিতেন তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু কোন ব্যাখা ব্যতীত সুস্পষ্টরুপে এই ঘটনাগুলোকে সহিহ বলা একেবারেই অবান্তর। বরং এধরণের কথা মূর্খদের গোমরাহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানীর কামালাত তো হবে আল্লাহ তায়ালার দ্বাসত্ব ও গোলামী এবং আল্লাহর দরবারে তার পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও অক্ষমতা প্রকাশ করার দ্বারা। এধরণের ঘটনা তো শায়েখ তাসলীম ও রেযার (আল্লাহর ফয়সালা মেনে নেওয়া ও তাতে সন্তুষ্ট হওয়া) যে উচ্চস্তরে ছিলেন তার বিরোধী, তাসলীম ও রেযার বিষয়ে শায়েখের কিতাব ফুতুহুল গাইবে তার বক্তব্য সুস্পষ্টরুপে রয়েছে। সুতরাং তার ব্যাপারে আল্লাহর তায়ালার আদেশের বিরোধীতা করা এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে ঝগড়া করার কল্পনাই করা যায় না। এ ঘটনা কোন ধর্মদ্রোহী মুলহিদের বানানো, এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। ..... এই ঘটনাগুলো বাহ্যিকভাবে কুফর ও শরিয়তবিরোধী, বিশেষকরে প্রথম ঘটনাটা। মুসলমানদের এধরণের বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে হবে। .....(ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, পৃ: ১৯০)

চিন্তা করুন, যদি উল্লিখিত ঘটনাগুলো ভিত্তিহীন ও শিরকী হয়, ধর্মদ্রোহী মুলহিদদের বানানো হয়, তাহলে ভেদে মা'রেফাতের ১৫ নং পৃষ্ঠায় লিখিত শামসে তাবরিযীর ঘটনা, যাতে শামসে তাবরিযী নিজের হুকুমে মৃতকে জিন্দা করছে, আল্লাহর আন্দায নেই বলছে, আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে জোরপূর্বক রুহ ছিনিয়ে নিয়ে আসছে, এবিষয়গুলো কি শিরক হবে না? অথচ এখনও ফয়জুল করীম সাহেব সুস্পষ্টরুপে বলছেন যে, ভেদে মারেফাতে কোন ভুল থাকলে তারা সংশোধন করবেন, বরং প্রয়োজনে ভেদে মারেফত জালিয়ে পুরে ফেলবেন, কিন্তু তাদের নজরে ভেদে মারেফাতে কোন ভুল তারা দেখছেন না', নাউযুবিল্লাহ, (এই ভিডিওটির ৫৬-৬০ সেকেন্ড পর্যন্ত দেখুন,

https://www.youtube.com/watch?v=rNul১Ja২০৮৮)

অথচ তারা আবার নিজেদের গাঙ্গুহী রহিমাহুল্লাহুর সিললিলা বলেও দাবী করেন। আর এ ধরণের গাজাখুরী গল্পের বাস্তবতা বোঝার জন্য তো ফতোয়ারও প্রয়োজন হয় না, সামান্য পরিমান আকল থাকাই যথেষ্ট।

আর যে আলেমরা এ ধরণের কুফরী-শিরকী বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও চরমোনাইকে হক দল এবং চরমোনাইর পীরকে হক্কানী পীর বলছেন, তাদের পক্ষাবলম্বন করছেন তারা কি শিরকের প্রসারে সাহায্য করছেন না? আলেমদের দ্বায়িত্বের ব্যাপারে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين و انتحال المبطلين". رواه البزار (م (292 :في مسنده (3884) والإمام الطحاوي (م: 321) في شرح مشكل الآثار، (3884 (وقال الإمام ابن الوزير اليمني (م: 840) في العواصم والقواصم : (308/1 ط .مؤسسات الرسالة) : (هو حديث مشهور صححه ابن عبد البر. وروي عن أحمد أنه قال: هو حديث صحيح(

এই ইলমের ধারকবাহক হবে ন্যায়পরায়ণ উত্তরসূরীগণ, যারা এ থেকে সীমালঙ্ঘন কারীদের তাহরীফ বা অর্থবিকৃতি, মূর্খদের অপব্যাখা এবং মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাকে অপসারণ করবেন। - মুসনাদুল বাযযার: ৯৪২৩ শরুহ মুশকিলুর আসার: ৩৮৮৪

ইমাম আহমদ হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, দেখুন, আলআওয়াসেম ওয়ালকাওয়াসেম, ইবনুল ওযীর আলইয়ামানী, ১/৪০

কারো মনে হতে পারে যে আমরা চরমোনাইর সাথে সংশ্লিষ্ট লাখো মানুষকে কাফের-মুশরিক বানিয়ে দিচ্ছি, না, বিষয়টি আদৌও নয়। চরমোনাইর সাধারণ মুরিদ যারা এ ঘটনাগুলো জানেন না বা জানলেও বিশ্বাস করেন না আমরা তাদেরকে কখনোই কাফের মনে করি না। আর যারা এ ঘটনাগুলো বিশ্বাস করে, তাদেরকে আমরা কাফের বানাচ্ছি না, বরং তারা তো বাস্তবে কাফের-মুশরিক হয়েই আছে। আমরা শুধু তাদের কুফর-শিরককে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিচ্ছি, যেন মানুষ এ ধরণের শিরকী বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

উল্লিখিত ফতোয়াটি তা'লীফাতে রশিদিয়া ও ফতোয়ায়ে রশিদিয়া উভয় কিতাবেই রয়েছে, আমি ফতোয়ায়ে রশিদিয়া (১৮৪-১৯১ পৃষ্ঠা, প্রকাশনা: দারুল ইশাআত, করাচী) থেকে ফতোয়াটির ওয়ার্ড কপি তুলে দিচ্ছি, পিডিএফের স্ক্রীর্ণশর্ট দেখতে চাইলে নিচের লিংক থেকে ডাউনলোড না করেই দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।
https://telegra.ph/%E০%A৬%B৬%E০%A৬%B...E০%A৭%৯F-০৫-৩১

আর ভেদে মারেফাতের ঘটনাটা তো সবার জানাই আছে, তবুও স্ক্রীণশর্ট দেখতে চাইলে এই লিংক থেকে দেখতে পারেন,

https://telegra.ph/%E০%A৬%AD%E০%A৬%A...E০%A৬%A8-০৫-৩১

مشرکانہ حکایات پر اعتقاد

سوال :ان کرامتوں مفصلہ ذیل میں کیا حکم ہے۔

حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ایک مرید نے انتقال کیا اس کا بیٹا روتا ہوا آپ کے پاس آیا آپ نے اس کے حال پر رحم فرما کر آسمان چہارم پر جا کر ملک الموت سے روح مرید کو مانگا ملک

الموت نے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے روح آپ کے مرید کی قبض کی ہے آپ نے فرمایا میرے حکم سے چھوڑ دے جب ملک الموت نہ دی تو آپ نے زبردستی زنبیل تمام روحوں کو جو اس دن قبض کی تھیں چھین لیں۔ تمام روحیں پرواز کر کے اپنے اپنے جسد میں داخل ہوئیں ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے پاس فریاد کی کہ ایک شخص مجنون نے زنبیل روحوں کی چھین لی۔ فرمایا وہ ادھر کو تو نہیں آتا عرض کیا نہیں آتا کہا اچھا ہوا جو واپس گیا ورنہ وہ اگر ادھر کو آتا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مرے ہیں سب کے زندہ کرنے کو کہتا تو مجھے سب زندہ کرنے پڑتے۔ رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔

ایک عورت حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا حضرت مجھے بیٹا دو آپ نے فرمایا تیری تقدیر میں لوح محفوظ میں نہیں ہے اس نے عرض کی اگر لوح محفوظ میں ہوتا تو تمہارے پاس کیوں آتی آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا خدا تو اس عورت کو بیٹا دے حکم ہوا اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں بیٹا نہیں ہے کہا ایک نہیں تو دو دے۔ جواب آیا ایک نہیں تو دو کہاں سے دوں۔ کہا تو تین دے۔ کہا جب ایک بھی نہیں تو تین کہاں سے اس کی تقدیر میں بالکل نہیں۔ جب وہ عورت ناامید ہوئی۔ غوث اعظم نے غصہ میں آکر اپنے دروازہ کی خاک تعویذ بنا کر دے دی۔ اور کہا تیرے سات بیٹے ہوں گے وہ عورت خوش ہو کر چلی گئی اور اس کے سات بیٹے ہوئے۔

بعد وفات حضرت عبدالقادر جیلانی ایک بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ کہا منکر نکیر کے جواب سے آپ نے کیونکر رہائی پائی۔ جناب شیخ نے فرمایا یوں پوچھو کہ منکر نکیر نے میرے سوالوں کے جواب میں کیونکر رہائی پائی جس وقت میرے پاس قبر میں آئے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور کہا یہ بتلاؤ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کریں گے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ اے اللہ تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا شاید تم نے اللہ تعالیٰ کو مشورت طلب ٹھہرایا۔

جواب :ان الحکم الا اللہ یہ کرامات مندرجہ سوال بت پرستوں کے عقیدہ والوں کے ہیں۔ قد جاء فی الحدیث من رای منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ و من لم یستطع فبلسانہ و من لم یستطع فبقلبہ ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ جو لوگ ان کرامات شرکیہ مذکورہ کو حق جانتے ہیں اور اس عقیدہ شرکیہ کفریہ پر ہیں سراسر مخالف قرآن اور حدیث کے ہیں اور مثل بت پرستوں کے عبدالقادر پرست ہیں بندہ کو خدا اعتقاد کرتے ہیں العیاذ باللہ بلکہ اس واحد و قہار و قیوم و جبار کو بندہ کے آگے مجبور جانتے ہیں ایسے عقیدے والے قطعی کافر اور مشرک ہیں اگر وہ کوئی ابتدائے تمیز سے اس عقیدہ پر ہے تو پرانا کافر ہے جب تک اس کفریہ عقیدہ سے توبہ نہ کرے اور تجدید اسلام کلمہ شہادت سے نہ کرے مسلمان نہیں۔ قال اللہ تعالیٰ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ وماوٰنہ النار ومالظالمین من انصار۔ اگر کسی مسلمان کے گناہوں سے ساری زمین لبریز ہو اور شرک نہ ہو تو حق جل جلالہ اس کے بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے اپنی رحمت سے مگر مشرک کافر ہرگز نہ بخشا جائیگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر مادون ذلک لمن یشاء و من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اور جو لوگ اول عقیدہ توحید کا رکھتے تھے اور بعد میں اس شرکیہ عقیدہ پر ہوگئے ہیں تو ان کے پہلے نیک عمل سب برباد ہوگئے اگر اس کفر پر مر جائیں تو دوزخی ہیں بموجب فرمان الٰہی کے ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وھو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والاخرۃ واولئک اصحب النار ھم فیھا خلدون۔ (۱)۔ نعوذ باللہ من شرالکاذبین المبتدعین الباطلین الطاغین الفاسقین واللہ اعلم بالصواب فاعتبر وایا اولی اللباب حرہ الفقیر محمد حسین الدہلوی عفا اللہ عنہ۔

الجواب حق محمد اشرف علی عفی عنہ سلہٗ

الجواب صحیح۔ عبدالمجید عرف محمد قابل عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامیہ -

یہ باتیں عوام کالانعام بل ہم اضل کی ہیں ان سے احتراز مسلمانوں پر واجب ہے فقط قادر علی عفی عنہ—

صح الجواب بعون الله الملک الوہاب شہر اسلام آباد عرف چاٹگام۔
الجواب صحیح ۔ سید عبدالسلام غفرلہ۔

الجواب صحیح۔ سید محمد ابوالحسن۔

الجواب صحیح۔ سید معتصم باللہ حنفی

محمد عبدالحکیم عفی عنہ کرامات مذکورہ بے اصل ہیں ان کے اعتقاد سے احتراز چاہیے
محمد حسن عفی عنہ -

یہ حکایات لااصل ہیں اعتقاد کے لئے یقینی باتیں درکار ہیں معتقدان باتوں کا یا نادان ہے یا کجرو مسلمانوں کو بہرحال ایسی باتوں سے اعتقاد ہٹانا چاہیے اور سچے اور پکے مسلمانوں کے عقائد دل میں جمانے چاہییں فقط محمد ناظر حسن عفی عنہ مدرس مدرسہ اسلامی میرٹھ شہر۔

کرامت مذکورہ کا معتقد مخالف قرآن و حادیث کا ہے ایسے اعتقاد سے پرہیز کرنا لازم ہے فقط مسعود نقشبندی۔

الجواب صحیح محمد عبیداللہ

الجواب صحیح عبدالحق

ایسے عقائد مشرکین و مبتدعین کے ہیں جواب مجیب کا اور مواہیر و دستخط صحیح ہیں حسبنا اللہ بس حفیظ اللہ

الجواب صحیح والرائے نجیح الغرض جناب شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ ولی کامل فی زمنا ہیں صاحب کرامات ہیں مگر عوام کالانعام جہلالوگوں نے ہزارہاحکایات اکاذیب گھڑ رکھی ہیں منجملہ ان کے جو سوال میں درج ہیں اور انہیں کے لگ بھگ یہ کرامت بھی افترا کی ہوئی ہے کہ بارہ برس کے بعد کشتی مع برات ڈوبی ہوئی نکالی۔ سواس کی بھی کچھ اصل نہیں ہے غرضیکہ ایسے عقیدے

شرکیہ بدعیہ سے توبہ کرنی چاہیے ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حررہ العاجز ابو محمد عبدالوہاب الفنجابی الملتانی-

الجواب صحیح سید محمد اسماعیل فرید آبادی بقلم خود۔

جواب بہت صحیح ہے مولوی دبیر الرحمٰن صاحب بنگال عبدالجبار حیدر آبادی، بمہر و قلم -امیر احمد عفی عنہا،ابو محمد عبدالوہاب، پیر محمد انصاری عفی عنہ، ولی محمد-

جواب بہت صحیح، سید عطاء الرحمٰن عفی عنہ سید محمد عبدالحمید، سید غلام حسین جواب صحیح ہے روح چھیننا غلط ہے اعتقاد اس پر باطل ہے قادر بخش عفی عنہ-جواب صحیح ہے، تلطف حسین

مخفی نہ رہے کہ مفتی جزاہ اللہ خیر الجزاء نے جو جواب دیا ہے اللہ وحدہ لاشریک لہ کے پوجنے والوں اور اس کے رسول برحق کے ماننے والوں کو کافی ووافی ہے البتہ ضال مضل مشرک ومبتدع کہ جس کے دل اور آنکھ اور کان پر شقاوت و بدعتی کی مہر ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے فی الواقع جو شخص ایسی کرامتوں لااصل لہ کا پیر یا کسی دوسرے ولی و فقیر سے کہ جو مقدرات باری تعالیٰ و تصرفات قادر مطلق سے ہیں قائل ومعتقد ہے اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں خدا بے چون وچرا کے حکم و قدرت کے مقابلہ میں کسی نبی و ولی کی کچھ پیش نہیں چلتی وہ حاکم سارا جہان محکوم وہ خالق اور سب مخلوق پھر کون اس شہنشاہ دو جہان کے حکم کو رد کر سکتا ہے اپنے کلام معجز میں بیان فرماتا ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وھویجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، سیقولون للہ قل فانی تسحرون۔ یعنی فرمایا اللہ صاحب نے کہہ کون ہے وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے قابو ہر چیز کا اور وہ حمایت کرتا ہے اور اس کے مقابل کوئی نہیں حمایت کرتا اگر جانتے ہو۔ وہیں کہہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے پھر کہاں سے خبط میں پڑ جاتے ہو اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں۔ لیس الفاعل والقادر والمتصرف الاھو یعنی اللہ تعالیٰ و اولیاء ھم الفانون الھالکون فی فعلہ تعالیٰ و قدرتہ۔ وسطوتہ لا فعل لھم ولا قدرۃ ولا تصرف لاالان ولا حین کانوا حیا فی الدار

الدنیا۔یعنی قادر اور فاعل اور متصرف کوئی نہیں مگر اللہ اور اولیاء اللہ فانی اور گم ہیں اللہ کے فعل میں اور اس کی قدرت اور غلبہ میں نہ ان کا کوئی فعل ہے نہ قدرت نہ تصرف نہ اب یعنی عالم برزخ ہیں اور نہ جب کہ زندہ تھے دنیا میں پس اس آیت اور عبارت شیخ موصوف سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا پس ایسی کرامت پیران پیر کی طرف منسوب کرنا محض تہمت و افترا ہے واللہ اعلم بالصواب فقط حررہ حمایت اللہ عفا اللہ عنہ جلیسری۔

ایسی حکایات و کرامات جن میں خدا کے ساتھ مقابلہ یا اس کے کاموں میں کسی قسم کا دخل بے جا بخلاف مرضی حق تعالیٰ کے ہو محض افترا و بہتان ان بزرگوں پر ہے انبیاء صدیقین و شہدا و صلحاء اور ملائکہ سب اس کے حکم کے آگے دم بخود ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وھم بامرہ یعملون یعلم مابین ایدھم وما خلفھم ولا یشفعون الا لمن ارتضی وھم من خشیتہ مشفقون ومن یقل منھم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جھنم کذلک نجزی الظالمین۔یعنی وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اس کے حکم پر کام کرتے ہیں اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے اور سفارش نہیں کرتے مگر اس کی جس سے وہ راضی ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں کہے کہ میں خدا ہوں سوائے اس کے سو اس کو ہم بدلہ دیں دوزخ یوں ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔

بزرگان بزرگی تہادہ زسر

فقط حررہ العاجز ابو عبدالرحمن محمد عفی عنہ۔

الجواب صحیح محمد عبدالحکیم عفی عنہ

جواب صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شی والیہ ترجعون فقط حررہ عطاء اللہ عفی عنہ

یہ جواب صحیح ہے ۔ (ابو محمد سلیم الدین)

ہذا جواب صحیح الجواب صحیح ، ابو عبداللہ محمد نعمت اللہ۔ جواب صحح ہے دستخط محمد فقیر اللہ االفنجابی شاہپوریخادم شریعت متین محمد سلیم الدین عفی عنہ

الجواب واللہ سبحانہ الموافق للصواب یہ کرامتیں جو سوال میں مرقوم ہیں اس کا ردو انکار نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اس میں کوئی امر خلاف شرع اور خلاف عقیدہ اہل اسلام نہیں ہے اور ایک کرامت اخیرہ اقتباس الانوار میں جو معتبر کتاب ہے احوال حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقول ہے اور دو کرامتیں جو پہلی ہیں وہ میری نظر سے کسی کتاب میں نہیں گذریں لیکن کتابیں احوال حضرت ممدوح میں بہت کثیر ہیں اور میں نے ان کو بالا ستیعاب نہیں دیکھا۔ پس ممکن ہے کہ کسی صاحب نے نقل کی ہوں۔ بہرحال انکار کرنے کی کوئی وجہ وجیہ نہیں معلوم ہوتی اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ سے ایسی کرامتیں بیشتر صادر ہوئی ہیں یہ کرامتیں ان کے کمال اور شرف کے سامنے کچھ مقدار نہیں رکھتیں ان کا کمال اس سے بہت زیادہ ہے اور یہ امر اہل معرفت پر مخفی نہیں ہے اقتباس الانوار میں ہے واز آنحضرت ہر جنس کرامات نقل کردہ اند تصرف در ظواہر خلق و بواطن ایشان واجرائے حکم برانس و جن واطلاع ضمائر واظہار سرائر و تکلم بخواطر واطلاع بر بطائن ملک و ملکوت و کشف حقائق جبروت و اسرار لاہوت و اطاء مواہب علیہ و امداد عطایا ولاریبیہ و تقلب و تصرف حوادث و دائر و تصرف اکواں اثبات الٰہی واتصاف بصفت احیاء واماتت وابراء اکمہ وابرص و تصحیح مرضی وطی زمان و مکان و نفاذ امر در زمین و آسمان و نیز بر آب و طیران در ہوا و تصرف ارادت مردم انتہیٰ۔ فقط واللہ سبحانہ، اعلم و علمہ اتم مہر مولوی ارشاد حسین صاحب رامپوری۔

(احمدے محمد ارشاد حسین) مولوی ارشاد حسین صاحب سے تعجب ہے کہ ظاہر ان حکایات کو خصوصاً پہلی حکایت کو خلاف شرع نہیں جانتے حق تعالیٰ سے غالب ہونا اور امر حق عالیٰ کو رد کر

دینا اور خدا تعالیٰ کا شیخ قدس سرہ سے ڈرنا۔ تو صاف اس سے واضح ہے اور پھر بھی خلاف قاعدہ شرع کے یہ نہیں تو معلوم نہیں وہ کونسا امر ہے کہ خلاف ہوتا ہے اگر کوئی تاویل مولوی صاحب فرما کر یہ جواب لکھتے تو مضائقہ نہ تھا مگر صاف طور پر ان کو تسلیم کرنا تھا یہ مستبعد ہے علماء سے کہ عوام کی غوایت کو ایسا لکھنا کافی ہے بہر حال یہ حکایات بظاہر خود کفر اور خلاف قاعدہ شرع کے ہیں۔ خصوصاً پہلی حکایت کہ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہ کرنا چاہیے اور کمالات شیخ کی عبودیت و بندگی اور عجز تام بدرگاہ حق تعالیٰ کے ہوتا ہے نہ ایسی حکایات واہیہ آپ کی شان رفیع تسلیم و رضا و فنا پیش حق تعالیٰ واوامر حق تعالیٰ کے ہیں۔ چنانچہ ان کے کلمات فتوح الغیب سے واضح لائح ہے نہ کہ مقابلہ امر حق تعالیٰ کا اور مخاصمہ ذات پروردگار کے ساتھ معاذ اللہ الحاصل ان حکایات کی کوئی اصل نہیں یہ وضع کسی ملحد کی ہیں اور شان بزرگان سے بعید ہے کہ ایسی حکایات لکھیں یا اس پر عقیدہ کریں۔ اور جو عبارت مولوی صاحب نے نقل کی ہے اس سے کرامات کا واقع ہونا ثابت ہے نہ مقابلہ و برابری و مکابرہ حق تعالیٰ کے ساتھ لاحول ولا قوۃ باللہ مسلمان ایسے عقائد سے احتراز رکھے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ کتبہ الاحقر رشید احمد گنگوہی۔

فی الحقیقت حکایات مندرجہ سوال جس کو سائل کرامات حضرت شیخ قدس سرہ، اعتقاد کرتا ہے حکایات کاذبہ مردودۃ الشرع ہیں نہ کرامات مقبولہ حاشاو کلاشان حضرت غوث اعظم قدس سرہ کے ہرگز ہرگز مقتضی اس کے نہیں ہے کہ ایسے امور مخالف شرع بطور کرامت ان سے صادر ہوویں کہ منافی ولایت ولی ہے اس لئے کہ ولی اس مومن کو کہتے ہیں کہ عارف بذات اللہ والصفات ہو کر حسب امکان عبادت پر مواظبت کرے اور گناہوں اور شہوات و لذات سے کنارہ کش ہو۔ پس اپنے کو عاجز و مغلوب اور ذات احدیت کو قادر و غالب اعتقاد کرنا اور مخالف اس کے عملاً بھی کاربند نہ ہونا لازم الولی ہے بناءً علیہ جو کہ حکایات اولیٰ اور ثانیہ سے عجز و مغلوبیت خالق الارض والسموات اور غلبہ حضرت شیخ قدس سرہ کا و نیز بزور رد کرنیکا حکم حضرت رب العالمین کا صریح لازم ہے اور یہ منافی ولایت پس کرامات حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ

سے ہو نا ان حکایات کا بالبداہت باطل ہے جو شخص ایسا اعتقاد کرے وہ ملحد ہے نعوذ باللہ من ذلک نہایت تعجب ان علماء سے ہے کہ جو ان حکایات کاذبہ کو کرامات حضرت شیخ قدس سرہ سے قرار دے کر عوام کالانعام کو گمراہ کریں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیات اعمالنا فقط۔حررہ محمد قاسم علی عفی عنہ مراد آبادی محمد قاسم علی خلف مولانا محمد عالم علی

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৪৩

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে জিহাদ বিল মালকে কেন জিহাদ বিন নফস (তথা স্বশরীরে জিহাদ) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে?

Mimbarut Tawhid

Member

০৬-০২-২০১৯

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে জিহাদ বিল মালকে কেন জিহাদ বিন নফস (তথা স্বশরীরে জিহাদ) এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে?

প্রশ্ন নং ৪৯০

প্রশ্ন:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} الحجرات 15

“প্রকৃত মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং আপন মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে (ঈমানের দাবিতে) তারাই সত্যবাদি।”- সূরা হুজুরাত ১৫

উক্ত আয়াতে কারীমাসহ আরো অনেক আয়াতে জিহাদ বিল মালকে জিহাদ বিন নফসের আগে আনা হল কেন? অথচ সকলেরই জানা যে, মালের চেয়ে জান অধিক মূল্যবান। এমনকি অনেক সময় জান বাঁচানোর জন্য ব্যক্তি তার সকল সম্পদও উজার করে দেয়। উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদের হিফাজতে রাখুন।

নিবেদক

উত্তর:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

কুরআনে কারীমে জিহাদের আয়াতসমূহে একটি সূক্ষ্ম ভেদ হল: সূরা তাওবায় জিহাদের বাইয়াতের আয়াতটি ছাড়া অন্য সকল আয়াত, যেগুলোতে জিহাদ বিল মাল ও জিহাদ বিন নফস উভয়ের কথা একসাথে আলোচিত হয়েছে, সেগুলোতে জিহাদ বিল মালকে জিহাদ বিন নফসের আগে আনা হয়েছে। সূরার তারতীব অনুযায়ী সেগুলো সর্বমোট দশটি আয়াত:

এক: সূরা নিসা

لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ

"যে মুসলিমগণ কোনও ওজর না থাকা সত্বেও (যুদ্ধে যোগদান না করে) বসে থাকে, তারা এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদকারীগণ সমান নয়। যারা নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে আল্লাহ তাদেরকে যারা বসে থাকে তাদের উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"- সূরা নিসা ৯৫

দুই: সূরা আনফাল

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ}

"নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে ...।"- সূরা আনফাল ৭২

তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত: সূরা তাওবা

{الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ}

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে ...।"- সূরা তাওবা ২০
এছাড়াও এ সূরায় ৪১, ৪৪, ৮১ ও ৮৮ নং আয়াত।

আট: সূরা হুজুরাত

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ}

"প্রকৃত মুমিন তো তারা, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর কোনও সন্দেহে পড়েনি এবং আপন মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। প্রকৃতপক্ষে (ঈমানের দাবিতে) তারাই সত্যবাদি।"- সূরা হুজুরাত ১৫

নয়: সূরা হাদিদ

{لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا}

"তোমাদের মধ্যে যারা (মক্কা) বিজয়ের আগে (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা (এবং যারা পরবর্তীতে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা) সমান নয়। মর্যাদায় তারা সেসব লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যারা (মক্কা বিজয়ের) পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে।"- সূরা হাদিদ ১০

দশ: সূরা সাফ

{تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ أَنفُسِكُمْ}

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান রাখবে এবং তোমাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে।"- সূরা সফ ১১

আর একটি মাত্র আয়াত, যেটিতে নফসকে মালের আগে আনা হয়েছে, সেটি হল,

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ}

"আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।"- তাওবা ১১১

অধিকাংশ আয়াতে মালকে জানের আগে আনা হয়েছে এ কারণে নয় যে, জানের চেয়ে মালের শ্রেষ্ঠত্ব বেশি। বরং এ কারণে যে, জিহাদ বিন নফস যদিও শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু মাল ছাড়া তা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়।

সেনাবাহিনি প্রস্তুত করার জন্য ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ জরুরী। জিহাদ বিল মাল ছাড়া জিহাদ বিন নফস পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى} আয়াতটি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে বাইয়াতবদ্ধ হওয়ার মাকাম। আল্লাহ তাআলা অতীব মূল্যবান বস্তু (তথা জান্নাত) পেশ করেছেন। তাই বান্দার জন্যও আবশ্যক তা খরিদ করার জন্য তার সামর্থ্যাধীন সর্বোচ্চ দামী সম্পদ পেশ করা। আর তা হল নফস। এ কারণে এ আয়াত, যেটিতে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লার ইহসানের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, সেটিতে জিহাদ বিন নফসকে জিহাদ বিল মালের আগে আনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই মূলত সকল প্রাণের মালিক। এতদসত্বেও মুমিনদের থেকে তিনি তা বিনিময় দিয়ে কিনে নিচ্ছেন। আর সে বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

এজন্য বলবো, অধিকাংশ আয়াতে মালকে জানের আগে আনা হয়েছে ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে। কেননা, যতক্ষণ মাল ব্যয় না করা হবে, ততক্ষণ জিহাদ বিন নফস পূর্ণ হবে না। যেমন কবি বলেন,

الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود

সম্পদ উৎস্বর্গকরণে মহত্ব যদিও রয়েছে, পরম উৎস্বর্গ কিন্তু নফস উৎস্বর্গেরই মাঝে।

তদ্রূপ, সকলেরই জানা যে, শরীয়ত নির্ধারিত জরুরতে খামসার মাঝে মালের চেয়ে জানের শ্রেষ্ঠত্ব বেশি। সূরা সাফের আয়াতে কারীমার তাফসীরে আদওয়াউল বায়ানে আল্লামা শানকিতি রহ. এই শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ইশারা করেছেন। তিনি বলেন,

“এ আয়াতে কারীমার {وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} অংশে জিহাদ বিল মালকে জিহাদ বিন নফসের আগে আনা হয়েছে। আর {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} আয়াতে জানকে মালের আগে আনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}

এর মাঝে একটি সূক্ষ্ম ভেদ রয়েছে। সূরা সাফের আয়াতের মাকাম হচ্ছে, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে লাভজনক ব্যবসার তাফসীর ও বিবরণ দেয়া।

জিহাদের হাকিকত হল: সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর মাল হল জিহাদের স্নায়ু। সেনাবাহিনির মূল মদদ এটিই। অস্ত্রের জিহাদের চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি। মালের দ্বারাই অস্ত্র কেনা হবে। (মাল ব্যয়ে) কখনোও কখনোও সৈন্য ভাড়াও নেয়া যায়। যেমন, বর্তমান সেনাবাহিনিগুলোকে বিদেশ থেকে ভাড়া নেয়া হয়। মাল দ্বারাই সেনাবাহিনি প্রস্তুত করা হবে। এজন্য যখন জিহাদের অনুমতির আয়াত নাযিল হল; আল্লাহ তাআলা অসুস্থ ও দুর্বল লোকদের মা'জূর গণ্য করলেন। তাদের পাশাপাশি সেসব গরীব লোকদেরও মা'জূর গণ্য করলেন, যারা নিজেকে প্রস্তুত করার (আর্থিক) সামর্থ্য রাখে না। পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও মা'জূর গণ্য করলেন; যেহেতু তাদের প্রস্তুত করার মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা তাঁর কাছে ছিল না। যেমনটা আল্লাহ তাআলার এ বাণীতে বলা হয়েছে,

{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى} ... {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ}

"দুর্বল লোকদের (জিহাদে না যাওয়াতে) কোনও গুনাহ নেই এবং রুগ্ন ও সেই সকল লোকদেরও নয়, যাদের কাছে খরচ করার মত কিছু নেই, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কল্যাণকামী হয়। মুহসিন-সৎলোকদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সেই সকল লোকেরও (কোনও গুনাহ) নেই, যাদের অবস্থা এই যে, যখন আপনি তাদের জন্য কোন বাহনের ব্যবস্থা করবেন – এই আশায় তারা আপনার নিকট আসল আর আপনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছে তো তোমাদেরকে দেয়ার মত কোন বাহন নেই, তখন তাদের কাছে খরচ করার মত কিছু না থাকার দুঃখে তারা এভাবে ফিরে গেল যে, তাদের চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল।"- সূরা তাওবা ৯১-৯২

একইভাবে অপর দিকে যারা অস্ত্রের মাধ্যমে (স্বশরীরে) জিহাদ করার সামর্থ্য রাখে না; যেমন, মহিলা ও শারীরিকভাবে দুর্বল লোকেরা; তারাও কখনোও কখনোও মাল দিয়ে জিহাদ করতে পারে। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا.»

“যে ব্যক্তি (জিহাদের সরঞ্জাম ও খরচাদি সরবরাহ করে) আল্লাহর রাস্তার কোন মুজাহিদকে (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত করে দিল, সেও জিহাদ করল।”- বুখারি ২৬৮৮

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে: পারস্পরিক বিনিময়, প্রস্তাব পেশ ও উৎস্বর্গের আহ্বান। কিংবা যাকে বলা যায় পারস্পরিক দরাদরি ও দামাদামি। এজন্য এখানে নফসকে আগে আনা হয়েছে। কেননা, নফসই হচ্ছে কোন ব্যক্তির সামর্থ্যাধীন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। এর বিপরীতে আল্লাহ তাআলা নির্ধারণ করেছেন জান্নাত, যা উপহার দেয়ার মতো সবচেয়ে দামি বস্তু।” **আদওয়াউল বায়ান ৮/১৮৪-১৮৫**

এ বিশেষত্বের কারণেই আল্লাহর রাস্তায় দানের সওয়াব সাতশত গুন থেকে নিয়ে আরো অনেক অনেক বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্য দানার ন্যায়, যা থেকে সাতটি শীষ উদগত হয়, যার প্রতিটি শীষে থাকে একশত করে দানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।”- সূরা বাকারা ২৬১

আপনার প্রশ্নের মোটামুটি এ হল সংক্ষিপ্ত জওয়াব। এটি মূলত শায়খ সুলতান ইবনে বিজাদ আলউতাইবি লিখিত ‘আননাফাকা ফি সাবিলিল্লাহ’ **(النفقة في سبيل الله)** রিসালার সারসংক্ষেপ। রিসালাটি আপনি এ মোবারক মিম্বারের সাইটে পেয়ে যাবেন।

উত্তর প্রদানে

শায়খ আবুল ঈয আননজদী সদস্য, শরয়ী বিভাগ মিম্বারুত তাওহিদ

==========

[1]لماذا قدم الجهاد بالمال في كثير من آيات القرآن على الجهاد بالنفس رقم السؤال: 490

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} الحجرات 15 لماذا تم تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في الأيه الكريمة وفي ايات أخر، مع العلم ان النفس أغلى من المال وأن الأنسان قد يدفع كل ماله مقابل ان يحافظ على نفسه.

حفظكم الله

السائل: ضرغام

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من الأسرار اللطيفة في آيات الجهاد بالقرآن، تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي جمعت بينهما إلا آية بَيْعة الجهاد بسورة التوبة، وهي على وجه الحصر عشر آيات كالتالي حسب ترتيب السور:

1النساء قوله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} (النساء: 95.(

2)الأنفال قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} (الأنفال: 72).

(3 التوبة قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ} (التوبة: 20)، والآيات 41 و 44و 81 و88 بالتوبة.

4الحجرات: قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ) {الحجرات: 15.(

(5الحديد: قوله تعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنْ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا} (الحديد: 10.((6الصف: قوله تعالى: {تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} (الصف: 11.(

أما الآية الفريدة التي قُدمت فيها النفس على المال فهي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ} (التوبة: 111 .(

فتقديم المال على النفس في معظم الآيات ليس لفضله على النفس، بل إن الجهاد بالنفس أعظم ولكنه لا يتم إلا بالمال، فالإنفاق في سبيل الله لازم لإعداد الجيوش ولا يتم الجهاد بالنفس إلا بعد الجهاد بالمال، أما آية {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى} فهذا مقام المبايعة مع الله وقد عرض الله سلعة غالية فوجب على العبد أن يقدم في شرائها أغلى ما يملك وهي النفس، فلذلك قدمت النفس على المال في هذه الآية التي تُبَيّن كرم الله عز وجل فإنه يملك نفوس الخلق جميعا ومع ذلك فقد اشتراها من المؤمنين بالعِوض وهو الجنة .ولذلك أقول إن تقديم المال على النفس في معظم الآيات هو تقديم ترتيب إذ لا يتم الجهاد بالنفس إلا بعد بذل المال، أما تقديم النفس على المال في آية المبايعة فهو تقديم تفضيل، كما قال الشاعر:الجود بالمال جود فيه مكرمة والجود بالنفس أقصى غاية الجود

ومعلوم كذلك أن النفس مقدمة على المال في الضروريات الشرعية الخمس، وقد أشار إلى هذا التقديم والتأخير العلامة الشنقيطي في تفسيره (أضواء

البيان) عند تفسير آية الصف، فقال: (في هذه الآية الكريمة تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في قوله تعالى: {وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ} (الصف: 11). وفي آية إن الله اشترى من المؤمنين، قدم النفس على المال فقال: {اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ}، وفي ذلك سر لطيف. أما في آية الصف، فإن المقام تفسيروبيان لمعنى التجارة الرابحة بالجهاد في سبيل الله. وحقيقة الجهاد بذل الجهد والطاقة، والمال هو عصب الحرب، وهو مدد الجيش. وهو أهم من الجهاد بالسلاح، فبالمال يُشترى السلاح، وقد تُستأجر الرجال كما في الجيوش الحديثة من الفرق الأجنبية، وبالمال يُجَهز الجيش، ولذا لما جاء الإذن بالجهاد أعذر الله المرضى والضعفاء، وأَعْذَرَ معهم الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم، وأَعْذَرَ معهم الرسول ﷺ إذ لم يوجد عنده ما يجهزهم به كما في قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى} إلى قوله: {وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنْ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ.{

وكذلك من جانب آخر، قد يُجَاهِد بالمال من لا يستطيع بالسلاح كالنساء والضعفاء، كما قال ﷺ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا.«

أما الآية الثانية، فهي في معرض الاستبدال والعرض والطلب أو ما يسمى بالمساومة، فقدم النفس لأنها أعز ما يملك الحي، وجعل في مقابلها الجنة وهي أعز مايوهب) (أضواء البيان) ج 8 ص 184 - 185.

ولهذه الأهمية خُصَّت النفقة في سبيل الله بتضعيف ثوابها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (البقرة: 261)هذا ملخص للجواب عن سؤالك وهو ملخص من

رسالة (النفقة في سبيل الله) للشيخ سلطان بن بجاد العتيبي تجدها منشورة في هذا المنبر المبارك.

أجابه، عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو العز النجدي

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৫৮

জিহাদে ব্যস্ত থাকার কারণে পরিবারের ভরণপোষণ না করার বিধান

আদনানমারুফ

Senior Membe

০৬-০৪-২০১৯

এক ভাই কমেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন, প্রশ্নটির উত্তর যেহেতু সবারই জানা থাকা জরুরী, তাই নতুন থ্রেডে উত্তর দিচ্ছি:

প্রশ্ন: জিহাদের কাজ করতে গিয়ে তার পরিবার চলার মত টাকা যদি না হয়, আর জিহাদের জন্য মাল জরুরী তাই আগে মাল সংগ্রহ করে পরে জিহাদে গেলে তবে তার কি ফরজ তরকের গুনাহ হবে???

উত্তর: পূর্বে জিহাদ ফরযে আইন হওয়ার সময় যে বিধান ছিল তা এখন সবক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ হবে না। কেননা আমরা দীর্ঘমেয়াদী গ্লোবাল যুদ্ধে রয়েছি, আমাদের উপর যেমনিভাবে দখলদার কাফেরদের হতে মুসলিমভূমিগুলো মুক্ত করা ফরয, তেমনি মুরতাদ শাসকদের হটিয়ে ইসলামী হুকুমত কায়েম করাও ফরয। তাই জিহাদের জন্য হিজরত করে ময়দানেই যেতে হবে, বিষয়টা এমন নয়, বরং প্রতিটি ভূখন্ডের মুসলিমদের সেই দেশের তাগুত সরকারের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে। আর এখনও যেহেতু স্বশস্ত্র যুদ্ধের মারহালা আসেনি, বরং প্রস্তুতি চলছে, আর প্রস্তুতির কাজগুলো অর্থাৎ তাওহিদ ও জিহাদের প্রতি দাওয়াত, যথাসাধ্য প্রস্তুতিগ্রহণ, অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি যেহেতু জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশিও সম্ভব তাই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন জিহাদের ময়দানে নির্দিষ্টভাবে আপনার প্রয়োজন দেখা না দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি পরিবারের ভরণপোষণের পাশাপাশি বেশি থেকে বেশি জিহাদের কাজ করার চেষ্টা করুন। কেননা পরিবারের ভরণপোষণ ও জিহাদ দুটিই ফরয দ্বায়িত্ব, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত একটি আরেকটির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়, ততক্ষণ দুটিই পালন করতে হবে। হাঁ, যদি কখনো দুটি সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, যেমন, আপনার বিশেষ কোন যোগ্যতার কারণে নির্দিষ্টভাবে কোন জিহাদের ময়দানে আপনার প্রয়োজন দেখা দেয়, কিংবা মুরতাদ শাসকের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করার কারণে সকলের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন পরিবারকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে আপনাকে জিহাদের ময়দানে বেরিয়ে যেতে হবে।

এ বিষয়ে মিম্বারুত তাওহিদের একটি ফতোয়া অনুবাদ করে দিচ্ছি।

প্রশ্ন: এক ভাই আমার নিকট একটি মাসয়ালা জানতে চান, তিনি জিহাদে বের হতে চান, আল্লাহর ইচ্ছায় তার পথও সুগম, কিন্তু সমস্যা হলো, তিনি পরিবারের বড় ছেলে, একটি দুগ্ধপায়ী শিশু ব্যতীত তার কোন ভাই নেই, তার পিতার বয়স পঞ্চাশ ছুইছুই, তিনি ডায়াবেটিসের রোগী। তার মাও ডায়াবেটিস ও প্রেসারে আক্রান্ত। তিনি কি জিহাদে যাবেন না পরিবারের ভরণপোষণের জন্য থেকে যাবেন?

প্রশ্নকারী
আররায়াতুল ইসলামিয়্যাহ

উত্তর: পূর্বেও মিম্বারে এধরণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে, যার খোলাসা হলো,যদি (আপনার বিশেষ যোগ্যতা বা অন্য কোন কারণে) আপনার প্রতি মুজাহিদদের প্রয়োজন দেখা না দেয়, কিংবা আপনার দ্বারা তাদের বড় কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে এবং (আগ্রাসী) কাফেররা আপনার ভূমিতে আক্রমণ না করে থাকে এবং আপনার দেশের মুজাহিদগণ মুরতাদ শাসকদের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু না করে থাকে, আপনার সাহায্যের তাদের প্রয়োজন না পড়ে, তাহলে পিতা-মাতার সেবার জন্য আপনি তাদের পাশে থাকতে পারবেন। যদি আপনি তাওহিদ ও জিহাদের দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থাকেন, জিহাদের প্রতি আপনার দূর্বার আকর্ষণ থাকে এবং জিহাদের জন্য (যথাসাধ্য) প্রস্তুতি নিতে থাকেন, তাহলে আশা করি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জিহাদের সওয়াব দান করবেন। যতদিন না আল্লাহ তায়ালা অন্য কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।

উত্তর প্রদান

শায়েখ আবু উসামা শামী

সদস্য-শরিয়া বিভাগ

মিম্বারুত তাওহিদ

هل ينفر للجهاد ووالداه مريضان ... رقم السؤال: 440

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتب الله أجركم وسد على الحق خطاكم ... لدي سؤال عرضه لي أحد الاخوه الافاضل وهو أنه يريد النفير وطريقه سالك بأذن الله لكنه أكبر أخوانه في بيته ولايوجد ذكر غيره الا طفل رضيع و ابوه شارف على الخمسين وبه مرض السكري وامه كذلك عندها سكري وضغط ايضا شفاهم الله ... فيقول هل ينفر لارض الجهاد أم يبقى يرعى والديه للسبب الذي ذكرت ... أسال الله أن يكتب أجركم ويجعمنا و أياكم في جنات النعيم

السائل: الرايه اسلاميه

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... أخي السائل: سبقت الإجابة عن سؤال مشابه لسؤالك فارجع إليه في قسم الجهاد وأحكامه إن شئت ... ... والخلاصة أنه ما لم تتعين حاجة المجاهدين إليك أوكان عندك نفع عظيم لهم ولجهادهم، و لم يحل العدو بأرضك ولا باشر المجاهدون قتال المرتدين عندك ولااحتاجوا لنصرتك، فإن لم يكن ينطبق على حالتك شيء من هذه الصور؛ فلا حرج عليك من البقاء بجانب ... والديك لرعايتهما؛ وما دمت تشتغل بالدعوة إلى التوحيد والجهاد على بصيرة في بلدك، وتحدث نفسك بالجهاد والغزو وتسعى في اعدادها لذلك فنرجو لك ثواب المجاهدين إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ... والله اعلم

أجابه، عضو اللجنة الشرعية: ... الشيخ أبو أسامة الشامي

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৭০

যে কারণে আমাদের কাজ ফিকহের দৃষ্টিতে জিহাদ হবে, কিন্তু অন্যদেরটা নয়!

salman rumi

Senior Member

১১-২৪-২০১৯

আপনার কাছে গুরুত্ব পাওয়া বিষয়গুলোর তালিকায় যদি ইসলামী ফিক্বহ না থাকে, তবে এই আলোচনা আপনার জন্য নয়। আর আপনি যদি এমন না হন, তবে চলুন—ইয়ারমুকের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর পেছনে সর্বশেষ জুম্মার নামাজ আদায়ের জন্য মুসলিম কাফেলা থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কি বলেছিলেন মনে আছে? "তুমি জান্নাতের পথে তাদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পেছনে পড়ে গিয়েছো"

আচ্ছা লক্ষ্য করুন! কাফেলা যখন আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে, তখন থেকেই যেহেতু তাদের প্রতিটি কাজ জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল, সে কারণেই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে একথা বলেছিলেন, তাই না? কিন্তু কাফেলা তো তখন পর্যন্ত কোনো রকম সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়নি। তীর তরবারীর ব্যবহার তো তখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। কোথায় তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম তখন পর্যন্ত আরম্ভ হয়নি।

এবার খেয়াল করুন, ঐ সময় পর্যন্ত তারা সফরের কষ্ট ছাড়া অন্য কোন প্রকার বাড়তি কষ্ট ও দুর্যোগের মুখোমুখি হননি। ওই সময় পর্যন্ত দুর্যোগ ও কষ্টের মুখোমুখি হবার দিক থেকে একটি ব্যবসায়িক কাফেলা এবং তাদের মাঝে কোন প্রকার পার্থক্য নেই। তবুও কেন তাদের এই যাত্রা জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ এর অন্তর্ভুক্ত হলো?

গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণের পর আমরা ধরে নিতে পারি যে —জিহাদ কাকে বলে, এমন প্রশ্নের জবাবে নবীজির মুখনিঃসৃত বাণী— **أن تقاتل الكفار اذا لقيتهم** তথা সশস্ত্র তৎপরতা এবং তাদের সে যাত্রার মাঝে প্রত্যক্ষ এক বন্ধন ছিল।

হ্যাঁ, একমাত্র নবীজির এজাতীয় বাণীগুলোই পারিভাষিক জিহাদের সংজ্ঞা করেছে। এর বাইরে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কিছুকে জিহাদ বলেছেন, সেগুলো ছিল কেবল ফজিলতের জন্য। যেমন এরশাদ হচ্ছে—

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع

আশা করি বিষয়টা আমাদের কাছে স্পষ্ট। বিষয়টি উম্মতের ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত।

এ তো গেল নিজেদের অবস্থান স্থল ত্যাগ করে অন্য কোথাও যুদ্ধের জন্য যাওয়ার বেলায়। কিন্তু কখনও নিজেদের অবস্থান স্থলে যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয় তখন উদাহরণ কি হবে? (উদাহরণটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বর্তমান যুগে পরিস্থিতি এমন হয়ে গিয়েছে যে, নবী যুগের মত সেভাবে জিহাদের জন্য বের হওয়ার অবস্থা খুব একটা চোখে পড়ে না। বিশেষত বাংলাদেশের মতো দারুল হরব এসকল রাষ্ট্রগুলোতে। এ কারণে নিচের উদাহরণটা গুরুত্বপূর্ণ।)

খন্দকের যুদ্ধ আমরা জানি মদিনায় থেকেই হয়েছিল। তো এই যুদ্ধে পরিখা খননকে যুদ্ধের অংশ হিসেবেই ধরা হয়। তো এই পরীক্ষা খননে কিন্তু কোন ধরনের সশস্ত্র তৎপরতা নেই। এতদসত্ত্বেও এই কাজ যুদ্ধের অংশ ছিল। এখানেও আমরা পূর্বে বলে আসা সে কারণটাই দেখতে পেলাম। এখানে পরিখা খনন এবং সশস্ত্র তৎপরতার মাঝে এক সুগঠিত, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব বন্ধন ছিল।

সাধারণ যুদ্ধ আর ইসলামের জিহাদ এক জিনিস না। ইসলামে কোন একটি ঘটিতব্য যুদ্ধকে তখনই জিহাদ বলা হবে, যখন তার লক্ষ্য হবে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা এবং তার মাঝে শরীয়ত বহির্ভূত কোন কাজ না পাওয়া যাবে। হ্যাঁ কৌশলগত ভুল থাকতে পারে কিন্তু সেটা তো আর শরীয়ত বহির্ভূত বা শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু না।

আমরা আমাদের একথা প্রমাণ করার জন্য বলতে পারি, সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও নবীজির যুগে এক লোক শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে কেবল শরীয়ত বিরোধী একটি কাজের উপস্থিতির কারণে। লোকটি প্রাণপণে লড়াই করে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি পুরোপুরি শরীয়তের উপর ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা

করেছিলেন। তিনি জিহাদের ময়দানে উপস্থিত হয়ে এবং সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেও কেবল শরীয়ত বিরোধী একটি কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে শাহাদাতের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

উপরে যা কিছু বলা হলো, সেগুলোতে আমরা সংক্ষেপে আরেকবার দৃষ্টি বুলাতে চাই—

জিহাদের রোকনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধন তৈরি হলে এবং শরীয়ত গর্হিত কোন পন্থার অনুপ্রবেশ না ঘটলে যেকোনো কার্যক্রম জিহাদ বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ!

বর্তমানে গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর রাজপথের কার্যক্রমগুলো জিহাদ না হওয়ার কারণ হল, একে তো মূল রোকন —**ان تقاتل الكفار اذا لقيتهم** এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধন তো দূরের কথা, নূন্যতম সম্পর্কও নেই। দ্বিতীয়তঃ তারা যে সিস্টেমের আওতায় এই কাজগুলো করছে, তা একটা কুফরি, ইসলামবিরোধী ও শরীয়ত গর্হিত পন্থা, যার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।

পক্ষান্তরে খন্দকের যুদ্ধের মতো যারা আজ এই ভূমিতে একটি জিহাদকে দাঁড় করানোর জন্য নিরন্তর সাধনা করে যাচ্ছেন, আশা করা যায় তাদের এই কাজ খন্দক যুদ্ধের পরিখা খননের মতোই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে ইনশাআল্লাহ!!

* এক্ষেত্রে হতে পারে, কদাচিৎ আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের কার্যক্রম গণতান্ত্রিক ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে অনেকাংশেই কম কষ্টসাধ্য হবে। হতে পারে কোন একটা গণতান্ত্রিক মিটিং মিছিলে আপনাকে কোন কারণে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে, হতে পারে আপনাকে সেখানে খুব বেশি ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হবে। অপরদিকে যারা এই ভূমিতে জিহাদকে দাঁড় করানোর জন্য সাধনা করে যাচ্ছেন, হতে পারে ক্ষেত্রবিশেষে একটি মিটিং কিংবা মিছিলে অংশগ্রহণের চাইতেও কম কষ্ট তাদের পোহাতে হয়েছে।[যেমন নাকি খন্দকের যুদ্ধে যখন পরিখা খননের কাজ চলছিল, তখন যে লোকটি একই স্থান থেকে অন্য স্থানে মাটি সরিয়ে রাখছিল। আর এতে তার যতটুকু কষ্ট হচ্ছিল, তার চেয়ে পরিমাণ ও মাত্রায় অনেক বেশি কষ্ট হতেও পারে ওই ব্যক্তির,যে নবীযুগে নিজ ঘর নির্মাণের জন্য মাটি খনন করেছিল, এরপর সে মাটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখছিল। এটি একটি কল্পনা মাত্র। কিন্তু বাস্তবতা এর ব্যতিক্রম না।] কিন্তু জিহাদের মূল রোকন উপস্থিত না থাকার কারণে এবং যে

সিস্টেমের আওতায় এই কার্যক্রম চালানো হচ্ছে, তা স্পষ্ট একটা কুফরি মতবাদ হওয়ার কারণে কখনোই এগুলোকে জিহাদ বলা যায় না।

গুরুত্বপূর্ণ এ কার্যকারণটিকে অপরিহার্যভাবে বিবেচনায় নেয়ার কারণে অভিন্ন দুটা কাজ দুজন লোক করার পরও একজনেরটা জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু অন্য জনেরটা হবে না। যেমন, আপনি যদি কোন জিহাদী দলের সদস্য হন, আর দলীয় কার্যক্রম হিসেবে আপনি যদি কিছু লিফলেট ছাপান, তবে এর টাকাটা ইনশাআল্লাহ ফি সাবিলিল্লাহ খরচ হয়েছে বলে ধরা হবে। কিন্তু একই কাজ যদি গণতান্ত্রিক কোন দলের কেউ করে, তবে তারটা অন্তর্ভুক্ত হবে না।[তবে দলের ঘোষিত মতাদর্শের বাইরে যদি কেউ সত্যিকার অর্থে ভালো কিছু করে, তবে সেটা আশা করা যায় জিহাদের অন্তর্ভুক্ত হবে --**الله اعلم**-আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ] এর দৃষ্টান্ত আমাদের শরীয়তে অনেক রয়েছে। একই কাজ দুইজন করার পরও কেবল নিয়তের একটু এদিক-সেদিক হওয়ার কারণে একজনেরটা বেদআত বলে গণ্য হবে কিন্তু অন্য জনেরটা পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

এনিয়ে সময়ে সময়ে আরো কিছু কথা বলার ইচ্ছা আছে।এই মুহূর্তে সময় স্বল্পতার কারণে খুব একটা গুছিয়ে বলতে পারিনি। পুরো বিষয়টাকে গঠনমূলকভাবে সামনে আনার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। আশা করা যায় সামনে সে কাজটা করার সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দান করবেন ইনশাআল্লাহ!!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন! আমিন!!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৭৯৫

সংশয়: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই?

সংশয়: ইমাম ছাড়া জিহাদ নেই?

লেখকঃ শাইখ ড. হাকিম আল মুতাইরি

ABDULLAH BIN ADAM BD

Member

১২-০৫-২০১৯

প্রশ্ন – অনেকে বলে থাকে যে, "ইমাম ও ঝান্ডা (রায়াহ) ছাড়া কোন জিহাদ নেই, এদুটো ব্যাতীত যা কিছু হচ্ছে তা হল ফিতনার লড়াই এবং সেগুলোতে যারা মারা যাবে তারা শহীদ হবে না। এবং শত্রুরা যদি কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে তাহলে তাদেরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা না রাখলে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা মুসলমানদের জন্য হারাম।"

তাহলে শরীয়তের মূলনীতি ও ফুকাহায়ে কেরামের মত অনুযায়ী এ মতটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আপনাদের সম্মানিত রায় কী?

জবাব:

الحمد لله رب العالمين .وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين

সালফে সালেহীন ও সমস্ত উম্মাহর ইজমা' অনুযায়ী এ মতের কোন ভিত্তি নেই। এটি একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত মত, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও হাদিস এবং শরয়ী নীতি ও ফিকহী মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক। যেমন:

১) যে সমস্ত কোরআনের আয়াত ও হাদিসে আল্লাহর পথে জিহাদের নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলোতে এ ধরণের কোন শর্তারোপ করা হয়নি; বরং এ আয়াত ও হাদিসগুলো ব্যাপক ও শর্তমুক্ত, এবং সেখানে একযোগে সমস্ত মুমিন-মুসলমানদেরকে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন, আল্লাহর এ আয়াতে,

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

অর্থাৎ – এবং যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (সুরা বাকারা: ১৯০)

এবং এ আয়াতে,

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

অর্থাৎ – নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুমিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদ সমূহকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতএব তারা হয় হত্যা করে অথবা তাদেরকে হত্যা করা হয়। (সুরা তাওবা: ১১১)

তেমনিভাবে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর এই হাদিসে

جاهدوا المشركين بأموالكم و أنفسكم وألسنتكم

অর্থাৎ – তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর তোমাদের প্রাণ ধন-সম্পদ ও যবান দ্বারা।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

আল্লাহ তাআলার এ আয়াতে

وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك

(সুরা নিসা: ৮৪)

সমস্ত মুসলমানকে সম্বোধন করে করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেকেই জিহাদের ব্যাপারে আদিষ্ট, যদিওবা তার সাথে আর কেউ না থাকে। (আল মুহাল্লা: ৭/৩৫১)

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

জিহাদ আমলটি ফরজে কেফায়া। প্রথমে ফরজে আইনের মত এটিতেও সকলের প্রতিই সম্বোধন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ভিন্নতা চলে আসে। কেননা ফরজে কেফায়াটি কতক মানুষের সম্পাদন করার দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আর ফরজে আইনটি একজন সম্পাদন করার দ্বারা আরেকজন থেকে মাফ হয়না। (আল মুগনী: ১০/৩৬৪)

আল্লামা আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জিহাদের ফরজিয়্যাত (আবশ্যিকতা) কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে এবং সকল মুমিনকেই সে ব্যাপারে সম্বোধন করা হয়েছে। সুতরাং যদি কোথাও এমন কোন সংঘবদ্ধ দল থাকে, যাদের প্রতিরক্ষা শক্তি রয়েছে তাহলে তাদের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহর পথে জিহাদ করা ওয়াজিব। এ ফরজিয়্যাত না তাদের থেকে কখনো মাফ হবে, না অন্যান্য দলসমূহ থেকে। (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৮)

২) সমগ্র উম্মাহর এ কথার ওপর ইজমা' হওয়া যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া আমল এবং সকলেই একসাথে এ আমলের প্রতি সম্বোধিত হয়ে থাকে। যাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতা আছে এমন কেউ তা সম্পাদন করার আগ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে বাকিদের থেকে তা মাফ হয়ে যায়, ব্যতিক্রম হল ঐ অবস্থা যখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

যেমন শাইখুল মুফাসসীর ইবনে জারীর আত-তবারী রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কে বলেন,

"তা সকলের ওপর ফরজ থাকে। জিহাদ সম্পাদন করার সামর্থ্য রাখে এমন কেউ তা সম্পাদন করার আগ পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে বাকি মুসলমানদের থেকে ইহার ফরজিয়্যাত মুলতবি হয়ে যায়... এবং সকল ওলামায়ে মুসলিমীনই এ কথায় একমত।" (তাফসীরে তবারী: ৪/২৬৯)

ইবনে আতিয়্যা রাহিমাহুল্লাহ তার তাফসীর গ্রন্থে বলেন,

"যে কথার ওপর ইজমা' হয়েছে তা হল, জিহাদ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ওপর ফরজে কেফায়া। যখন মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ তা সম্পাদন করে নিবে তখন বাকীদের থেকে তা স্থগিত হয়ে যাবে। তবে শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিতে চলে এলে তখন তা ফরজে আইন হয়ে যায়।" (তাফসীরে কুরতবী: ৩/৩৮)

৩) জিহাদ দুই প্রকার: প্রথম প্রকার হল, আক্রমণাত্মক জিহাদ। আর তা হল, শত্রুভূমিতে গিয়ে শত্রু তালাশ করা। এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা

বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়। বরং যখন আমীর জিহাদ সম্পাদন করতে থাকবে তখন তার অনুমতি ও সিদ্ধান্ত ব্যতীত অগ্রবর্তীতা ও স্বেচ্ছাচারিতা করা যাবে না, কেননা এ বিষয়টির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাকে। তাই তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা ওয়াজিব। তবে তা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। এজন্য যে তার অনুমতি ছাড়া যে জিহাদ করবে সে গুনাহগার হবে ঠিকই কিন্তু তার জিহাদ শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি খলিফা না থাকে বা অনুপস্থিত থাকে বা নিহত হয়ে যায় তাহলে জিহাদ বন্ধ করে রাখবে না।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যদি খলিফা না পাওয়া যায় তাহলে জিহাদকে বিলম্বিত করবে না, কেননা বিলম্ব করার দ্বারা জিহাদের ফায়দা নষ্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে যদি কোন গনীমত অর্জিত হয় তাহলে তা শরীয়তের আহকাম মোতাবেক গনীমতের হকদারদের মাঝে বন্টন করে দিবে।" (আল মুগনী:১০/৩৭৫)

সুতরাং যদি খলিফা বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হত তাহলে তা বন্ধ করে রাখা এবং খলিফা পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা ওয়াজিব হত। এবং মুসলমানদের কল্যাণের স্বার্থে তা চালিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকত না এবং গনীমত ভক্ষণও তখন বৈধ হত না।

তেমনিভাবে যখন খলিফা বিদ্যমান থাকবে ঠিকই কিন্তু মুজাহিদীনদের জন্যে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা অসম্ভব প্রায় হয়ে যাবে (তখনও জিহাদ বিলম্বিত করা ওয়াজিব হত)। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে খলিফার অনুমতি ছাড়াই তাদের জন্য তা চালিয়ে যাওয়া বৈধ।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা খলিফার অনুমতি ছাড়া বের হবে না। কেননা যুদ্ধের বিষয়টি তার দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। তবে যদি শত্রুর আকস্মিক হামলার কারণে তার কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করা অসম্ভবপ্রায় হয়ে যায়, তাহলে তখন অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব থাকবে না। ক্ষতিটি শত্রুর সাথে লড়াই না করা ও জিহাদে বের না হওয়ার মাঝে নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ও বেরিয়ে পড়ার মধ্যে কল্যাণ নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কারণে।" (আল মুগনী: ১০/৩৯০)

সুতরাং যদি খলিফার বিদ্যমান থাকা ও তার অনুমতি গ্রহণ আক্রমণাত্মক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্তই হত তাহলে তার বিদ্যমান না থাকার সময়ও জিহাদ শুদ্ধ হত না এবং বিদ্যমান থাকার সময়ও প্রয়োজনের সময় অনুমতি ছাড়া জিহাদ শুদ্ধ

হত না। কেননা শর্ত তাকে বলা হয়, যার শূন্যতায় যার জন্য তাকে শর্ত করা হয়েছে তার শূন্যতাও আবশ্যক। অথচ এখানে এই দুই প্রকারের আক্রমণাত্মক জিহাদকে ফুকাহায়ে কেরাম নাকচ করেননি। এদ্বারা বুঝা গেল খলিফা বিদ্যমান থাকা এ প্রকারের জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বরং উভয় অবস্থাতেই বিবেচ্য বিষয় হল, মুসলমানদের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও ক্ষতি বিদূরিত করা। যেমনটি ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ কারণ দর্শিয়েছেন।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল, শত্রুদের থেকে মুসলিমভূমির প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ। এ প্রকারে খলিফা বা ঝান্ডা থাকাটা শর্ত নাকি শর্ত না, তা আরো অধিকতর স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কেননা এ প্রকার জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনই শর্ত নেই; বরং প্রত্যেকের ওপরই ওয়াজিব তার সাধ্যমত প্রতিরোধ করা। সুতরাং সন্তান তার বাবার কাছে, স্ত্রী তার স্বামীর কাছে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণদাতার কাছে অনুমতি চাইবে না। অথচ এরা সকলেই অনুমতি ও আনুগত্যে আমীরের তুলনায় বেশি হকদার ছিল। তা সত্ত্বেও এমতাবস্থায় তাদের হক বাতিল হয়ে গেছে। কেননা জিহাদ এখন সকলের ওপরই ফরজে আইন।

তাই এখন খলিফার বিদ্যমানতা শর্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং খলিফা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তার থেকে অনুমতি গ্রহণ করা শর্ত না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আর ইজ্জত-আবরু ও দ্বীন প্রতিরক্ষায় লড়াই করা সকলের ঐক্যমতে ওয়াজিব। কেননা যেই আক্রমণকারী শত্রু মুসলমানদের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি ক্ষতিগ্রস্ত করে ঈমান আনার পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় কোন ওয়াজিব নেই। তাই তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোন শর্ত নেই; বরং সাধ্যমতো তাদের প্রতিহত করা হবে।" (আল ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ: ৪/৫০৮)

তিনি আরো বলেন, "শত্রুরা যখন মুসলিম শহরে অনুপ্রবেশ করে, তখন এতে কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাদেরকে প্রতিহত করা প্রথমে বেশি নিকটবর্তী লোকদের ওপর, তারপর যে বেশি নিকটবর্তী তাদের ওপর... এইভাবে সকল মুসলিমদের ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা ইসলামী সমস্ত শহর একটি শহরের মতা আর তখন সেদিকে যুদ্ধযাত্রা করা পিতা ও ঋণদাতার অনুমতি ব্যতিতই ওয়াজিব হয়ে যায়।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তবে যদি শত্রুরা মুসলমানদের কোন জনগোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ করে বসে, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম এমন প্রত্যেকের ওপর ফরজ হয়ে যায় তাদের সাহায্যার্থে তাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধযাত্রা করা।" (আল মুহাল্লা: ৭/২৯২)

আবু বকর জাসসাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "সমস্ত মুসলমানগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতঃ জানে যে, যখন সীমান্তবাসীরা শত্রুর আশঙ্কা করে এবং তাদের কাছে প্রতিরোধ ক্ষমতাও না থাকার ফলে তারা নিজেদের জান, সন্তান এবং শহর নিয়ে শঙ্কাবোধ করে তখন সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ হয়ে যায় শত্রু অভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করে মুসলমানদের থেকে তাদের জুলুমকে প্রতিহত করা। এবং এ ব্যাপারে উম্মাহর কারো মাঝে কোন দ্বিমত নেই।" (আহকামুল কোরআন: ৪/৩১২)

খতিব আশ্ শিরবিনী আশ্ শাফিয়ী' রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কাফেরদের দ্বিতীয় অবস্থা হল এই যে, তারা আমাদের কোন শহরে প্রবেশ করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর আবশ্যক হয়ে যায় তাদেরকে যথাসাধ্য প্রতিহত করা এবং জিহাদ তখন হয়ে যায় ফরজে আইন।" (আল ইকনা': ২/৫১০)

এটাই হচ্ছে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার মর্ম। (অর্থাৎ তাৎক্ষনিকভাবে বেরিয়ে পড়তে হবে)। সুতরাং যদি তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন শর্ত থাকতো যেমনঃ খলিফা বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ করা, তাহলে শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করার সময় কখনোই তা ফরজে আইন হত না। অথচ উম্মাহর কোন আলেমই একথার প্রবক্তা না। একারণেই মাওয়ারদী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ফরজে কেফায়া জিহাদ পরিচালনা করবেন খলিফা, যে যাবৎ না তা ফরজে আইন হয়ে যায়।

ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে জিহাদ অধ্যায়ে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জিহাদ কার ওপর ওয়াজিব হবে এবং কখন ওয়াজিব হবে? ইত্যাদি সবকিছু লেখা রয়েছে কিন্তু সেখানে খলিফা বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাকে শর্তারোপ করা হয়নি। অথচ সহীহ্ হাদিসে এসেছে,

ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل

অর্থাৎ: লোকদের কি হল যে তারা আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত বিষয় সমূহকে শর্তারোপ করছে? যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব বহির্ভূত কোন বিষয়কে শর্তারোপ করবে তা অকার্যকর।

আব্দুর রহমান বিন হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব রাহিমাহুল্লাহ এই শর্তটির অসারতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,

"কোন্ কিতাব বা কোন্ দলিল দ্বারা এটা প্রমানিত হল যে, আমীর না থাকলে জিহাদ ওয়াজিব হয়না?! এটা দ্বীনের ব্যাপারে কুৎসা রটানো ও মুসলমানদের পথ পরিহারের নামান্তর। এ বক্তব্যটির অসারতা প্রমানিত করার জন্যে দলিলের অপেক্ষা রাখে না। তন্মধ্যে একটি হল, জিহাদের আদেশ ও উৎসাহ মূলক আয়াত-হাদিসগুলো এবং জিহাদ ত্যাগের নিষেধ ও হুশিয়ারি মূলক আয়াত-হাদিসগুলো উল্লেখিত শর্তমুক্ত থাকা।" (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

হাসান সিদ্দীক রাহিমাহুল্লাহ জিহাদ সম্বন্ধে বলেন, "ইহা দ্বীনের ফরায়েজ সমূহের মধ্য থেকে একটি ফরজ, আল্লাহ তাআলা তা তাঁর মুসলমান বান্দাদের ওপর ফরজ করেছেন কোন সময় বা কাল বা ইনসাফ বা জুলুম বা ব্যক্তির সহিত সীমাবদ্ধ করা ব্যতীত।" (আর রওজাতুন্ নাদিয়্যাহ: ৩৩৩)

সুতরাং জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত চলবে, চাই আমীর বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক এবং চাই সেখানে ঝান্ডা বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক।

আয্ যাদ: ৩/৩০৯ অনুযায়ী শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ এবং আব্দুর রাহমান বিন হাসান ও অন্যান্য ইমামগণ দলিল দিয়ে থাকেন হযরত আবু বসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার জিহাদ ও পথরুদ্ধ করার ঘটনা দ্বারা। যেখানে অবশেষে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বীরত্বের প্রসংশা করে তার শানে এরশাদ করেছিলেন যে,

ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال

অর্থাৎ: তার মায়ের জন্য আফসোস! (এটা আবেগ প্রকাশে আরবে প্রচলিত একটি কথা), এটা তো যুদ্ধের স্ফুলিংগ, তার জন্য যদি কেউ থাকতো।"অথচ তখন হযরত আবু বসির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধীনেও ছিলেন না এবং কোন দারুল ইসলামেও ছিলেন না, এমনকি নিজেও স্বয়ং কোন খলিফা ছিলেন না এবং তার সাথে কোন ঝান্ডাও ছিল না; বরং তিনি মুশরিকদের ওপর আক্রমণ করে তাদের সাথে লড়াই করে গনীমত আহরণ করতেন ও তা দ্বারা স্বনির্ভরতা অর্জন করতেন। কিন্তু এতদ্বাসত্ত্বেও রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাকে মৌন সমর্থন দিয়েছেন ও তার প্রশংসা করেছেন।

আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ এ ঘটনা দ্বারা দলিল পেশ করে বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তাদেরকে বলেছেন যে, কুরাইশদের সাথে লড়াই করে তোমরা ভুল করেছো, কেননা তোমরা তো কোন খলিফার অধিনে নও?! আশ্চর্য, মূর্খতা মূর্খদের জন্য কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে!" (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

৫) জিহাদ কায়েম করা যেমন ওয়াজিব, খলিফা নিযুক্ত করা তেমনই ওয়াজিব। তাই মুজাহিদীনদের জন্যে আবশ্যক হল, পূর্ব থেকে সেখানে কোন রাষ্ট্রিয় খলিফা না থাকলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর বানিয়ে নেওয়া। কেননা খলিফা বিদ্যমান থাকা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়, বরং খলিফার বিদ্যমানতার জন্য (অর্থাৎ খলিফার খলিফা হিসেবে বাকি থাকার জন্য) জিহাদ শর্ত। কেননা খলিফার রাষ্ট্র পরিচালনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জিহাদ কায়েম করা শর্ত।

সুতরাং (সঠিক হল যে) জিহাদ ছাড়া কোন খলিফা থাকতে পারে না, এটা নয় যে, খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ থাকে না।

যেমন আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল ও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি যা ফরজ করেছিলেন তা আদায় করল। আর কোন খলিফা খলিফা থাকতে পারে না জিহাদ ছাড়া। এটা নয় যে, খলিফা ছাড়া কোন জিহাদ থাকে না।" (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৭)

সকলেরই জানা যে, খলিফার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হচ্ছে: জনগণকে রক্ষা করা এবং শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং সে যদি জিহাদ ও জনগণকে রক্ষা করতে অক্ষম হয় তাহলে সে খেলাফতের গন্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। বরং তখন তার বিদ্যমান থাকা না থাকা বরাবর হয়ে যায়। আর যদি সে মুসলমানদের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষায় অন্তরায় হয়ে যায়, তাহলে তখন তার বিদ্যমান থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এবং শরীয়তগতভাবে তখন তার খেলাফত বাতিল হয়ে যায়। কেননা তার খলিফা থাকার উদ্দেশ্য এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। হাদিস শরীফে এসেছে,

إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

অর্থাৎঃ খলিফা হচ্ছে ঢাল স্বরুপ, যার অধীনে থেকে যুদ্ধ করা হয় এবং শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই খলিফা এজন্য নিযুক্ত করা ওয়াজিব, যেন সে ঢাল ও প্রতিবন্ধক হয়ে জনগনকে রক্ষা করতে পারে এবং জনগণ তার অধীনে থেকে লড়াই করতে পারে। পক্ষান্তরে সে যদি (মুসলিমদের বদলে) শত্রুদের ঢাল হয় তাহলে তো সে জাগতিকভাবে মুসলমানদের খলিফা হিসেবে বাকি থাকলেও শরীয়তগতভাবে কিছুতেই খলিফা থাকতে পারে না।

আশ-শাওকানী রাহিমাহুল্লাহ ওয়াবলুল গমাম কিতাবে বলেন,"খেলাফতের মূলভিত্তি ও প্রধান শর্ত হচ্ছে, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও জালিমের জুলুমে মাজলুমের প্রতি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে এবং তারা যদি কোন ভীতিকর বস্তু যেমনঃ কাফের বা বিদ্রোহী সেনাদলের সম্মুখীন হন তাহলে তা প্রতিহত করতে সমর্থ হওয়া। যে শাসক এই অবস্থানে থাকে মূলতঃ তার ব্যাপারেই বর্ণিত হয়েছে যে, তার আনুগত্য ওয়াজিব এবং তার বিরুদ্ধাচরণ হারাম। বরঞ্চ এ কাজগুলোর জন্যেই আল্লাহ তাআলা খলিফা নিযুক্ত করাকে বিধিবদ্ধ করেছেন এবং তাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলোর মাঝে স্হান দিয়েছেন।" (সিদ্দীক খাঁন রাহিমাহুল্লাহ এর ইকলীলুল কারামাহ: ১১৪,১১৫)

৬) মুসলমান ও তাদের শত্রুদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধকেই জিহাদ বলা। চাই তা আক্রমণাত্মক হোক বা প্রতিরক্ষামূলক।

যেমন, আব্দুর রহমান বিন হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন,"যে ব্যক্তি শত্রুর মুখোমুখী দাঁড়াবে এবং তার প্রতিরোধে পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে

নিঃসন্দেহে সে মুজাহিদ। আর যে দলই আল্লাহর শত্রুদের মুকাবিলা করবে, তাদের জন্যে এমন কিছু নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রয়োজন যাদের মন্তব্য ও পরিকল্পনাকে তারা পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করবে। আর লোকদের মধ্যে খলিফা হবার অধিকতর যোগ্য ঐ ব্যক্তি, যে পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তারপর যে বেশী শ্রেষ্ঠতর, তারপর যে বেশী শ্রেষ্ঠতর। অতপর যদি লোকেরা তাকে মান্য করে তাহলে তো তারা ওয়াজিব আদায় করে নিল, অন্যথায় তারা শক্ত গোনাহগার হবে ইসলামের এই মহান বিধানটি পরিত্যাগ করার কারণে। আর যারা এ গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করবেন (অর্থাৎ তার সাহায্যকারী ও সহকারীবৃন্দ) তারা বিরাট সওয়াবের ভাগিদার হবেন। কুরআন সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা এমনটিই বুঝে আসে।" (আদ্ দুরারুস্ সুন্নিয়্যাহ: ৭/৯৮)

মোটকথা প্রকৃতপক্ষে জিহাদ হচ্ছে, আল্লাহর শত্রু ও আল্লাহর বন্ধুদের শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য শক্তি ব্যয় করা। আর কিতাল তথা রক্তক্ষয়ী লড়াই হচ্ছে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার।

সুতরাং যে কেউই শত্রুর সাথে আক্রমণাত্মক বা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করবে সেই মুজাহিদ ও তার এ লড়াই জিহাদ বলে গন্য হবে। এবং এ লড়াইয়ে যে কেউই মারা যাবে সেই শহীদ ও দুনিয়াতে তার সাথে শহীদেরই আচরণ করা হবে, চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা, বড় হোক বা ছোট, সুন্নি হোক বা বেদআতী, নেককার হোক বা বদকার।

যেমন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ "শহীদের জানাযার নামাজ" অধ্যায়ে বলেন,"যাইন ইবনুল মুনীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেনে, শহীদ দ্বারা উদ্দেশ্য হল রণাঙ্গনের নিহত ব্যক্তি অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলমানদের (নিহত ব্যক্তি)"। হাফেজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, স্বাধীন-দাস, নেককার ও বদকারের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।" (ফাতহুল বারী:৩/৩০৯)

সুতরাং এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কোন দ্বিমত নেই যে, যে মুসলমানই কাফেরদের সাথে লড়াইয়ে মারা যাবে দুনিয়ার বিচারে সেই শহীদ। এজন্যেই তারা এ নিয়ে মতবিরোধ করেছেন যে, তার জানাযার নামাজ কি পড়া হবে নাকি না? এবং তাকে কি গোসল দেয়া হবে নাকি না? অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ মতকে

প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তাকে গোসলও দিতে হবে না এবং তার জানাযার নামাজও পড়া হবে না। তবে তারা তার শহীদ হওয়া না হওয়া নিয়ে কোন দ্বিমত করেননি। কেননা তার গোসল ও নামাজ নিয়ে তাদের মতবিরোধের কারণ হল, তারা সবাই এতে একমত যে, সে এমন শহীদ শরীয়তে অন্যান্য মৃত মুসলমানদের তুলনায় যার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, তার জান্নাতে প্রবেশ করা ও আল্লাহর দরবারে তার শাহাদত কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা হচ্ছে। কেননা তা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেন না।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ 'অমুক শহীদ হয়েছে বলা যাবে না' এ অধ্যায়ে বলেন, "ওহীর সুত্র ছাড়া কারো ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, অমুকে শহীদ হয়েছে... যদিওবা তা সত্বেও বাহ্যিকভাবে তাদেরকে শহীদের হুকুম প্রদান করা হবে। এ কারণেই সালাফে সালেহীনগণ বদর উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধের মৃতদেরকে শহীদ আখ্যাদানে একমত পোষণ করেছেন। এবং এদ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে বাহ্যিক হুকুম লাগিয়ে দেয়া।" (ফাতহুল বারী: ৬/৯০)

আর ফেতনার লড়াই হচ্ছে ঐ লড়াই যা মুসলমানদের মাঝে অজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব বা দেশ দখল রাজত্ব দখল ইত্যাদির ভিত্তিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই ফেতনার লড়াই, যাতে শরীক হওয়া হারাম। বরং তখন ওয়াজিব হল তাদের পরস্পরের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা। এতে যদি একদল ফিরে আসে তাহলে যে দল ফিরে আসবে না তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে।

আর কাফের শত্রু যখন কোন মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে বসে তখন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা কোন ফেতনার লড়াই হতে পারে না। এমন কথা উম্মতের বিগত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কেউই বলেনি। বরং ফেতনা তো হচ্ছে সে সময় লড়াই পরিত্যাগ করা এবং তাদেরকে প্রতিরোধ না করার মাঝে। বরঞ্চ সে সময়কার যুদ্ধ বন্ধ করাটা আল্লাহর সাথে শিরিক করার পর সবচেয়ে বড় গুনাহ।

ইবনে হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি কাফেরদের সাথে জিহাদ করতে নিষেধ করে এবং পবিত্র স্থানগুলোকে তাদের নিকট সমর্পণ করার জন্যে আদেশ

করে, কুফরীর পর এই ব্যক্তির গুনাহের চেয়ে বড় আর কোন গুনাহ নেই।" (আল মহল্লী: ৭/৩০০)

যেমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর কথামতো ঈমান আনার পর মুসলিম ভূমি থেকে শত্রুদের প্রতিহত করার চেয়ে বড় আর কোন ওয়াজিব নেই।

৭) বিভিন্ন সনদে রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামথেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেছেন,

من قاتل دون ماله فهو شهيد، ومن قاتل دون دينه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ, যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ, যে ব্যক্তি পরিবার রক্ষায় লড়াই করে (মারা যাবে) সে শহীদ।

আর এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, এ হাদিসটি সকলের ক্ষেত্রেই ব্যাপকা বরং এ হাদিসটি একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই এবং প্রতিটি মুসলমানের জন্যে বৈধ আছে যে, সে নিজের ইজ্জত-সম্মান সম্পদ ও দ্বীনকে প্রতিরক্ষার জন্যে লড়াই করবে যদিও সে একা হয়, এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি তার মতো একজন মুসলিমও হয় তবুও এবং এক্ষেত্রে যদি সে মারা যায় তাহলে সে শহীদ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি খলিফার বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণকে শর্তারোপ করে থাকে সে এ হাদিসের নির্দেশনাকেই অকেজো করে দেয়। পরন্তু সহীহ্ মুসলিম দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ হাদিস দ্বারা মুসলিমের জন্য নিজ জান মাল ও ইজ্জত-সম্মানের প্রতিরক্ষায় লড়াই করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রদান করেছেন। এমনকি আগ্রাসী ব্যক্তি যদি স্বয়ং খলিফাও হয় তবুও। বাদশাহ যখন তাঁর (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর) জমি নিয়ে যেতে মনস্থ করে তখন তিনি এই হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে বাদশাহর সাথে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

সুতরাং এ জাতীয় লড়াইয়ে যেহেতু খলিফার অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত নয়, তাহলে কাফের শত্রু থেকে নিজের জান, মাল, ইজ্জত-সম্মান,

ভূমি ও দ্বীন প্রতিরক্ষায় কি করে তা শর্ত হতে পারে? বরং নিঃসন্দেহে সেক্ষেত্রে এ হুকুম আরো ভালভাবে প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ তখন সন্দেহাতীতভাবে অনুমতি গ্রহণ এবং ঝান্ডা বিদ্যমান থাকা শর্ত থাকবে না)।

৮) সহীহ হাদিসের কিতাবে তায়েফায়ে মানসুরাহ্ সম্পর্কিত হাদিস তথা

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم

অর্থাৎঃ আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্কের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে, যারা তাদের পরিত্যাগ করবে ও বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অপর বর্ণনায় এসেছে,

يقاتلون على الحق

অর্থাৎঃ হক্কের ওপর থেকে লড়াই করে যাবে। এদ্বারা উদ্দেশ্য হল মুজাহিদীনে কেরাম।

"ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ এর নিকট এই তায়েফায়ে মানসুরাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যারাই মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারাই হক্কের ওপর রয়েছ।" (মাসাইলে ইবনে হানী: ২/১৯২)

এটা সবাই জানে যে, একটি দল জাতির কতিপয় লোকই হবে পুরো জাতি হবে না। আর তাদের জিহাদ ও বিজয়ও সেক্ষেত্রে জাতি ও খলিফা ব্যতিতই হয়ে থাকবে। কেননা খলিফা যদি তাদের সাথে থাকতোই তাহলে তো খলিফার অনুগামী হয়ে পুরো জাতিই তাদের সাথে থাকত। আর সেক্ষেত্রে তো জাতির তুলনায় এই দলটির আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য রইল না। সুতরাং উপরোক্ত হাদিসটি ইঙ্গিতাকারে এ কথারই জানান দিচ্ছে যে, মুসলমানদের একটি দল এককভাবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারবে, যদিওবা পুরো জাতিই তাদেরকে পরিত্যাগ করে এবং খলিফাও তাদেরকে সাহায্য না করে। আর যদি জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা বিদ্যমান থাকা বা তার অনুমতি গ্রহণ শর্তই হত তাহলে হাদিসে বর্ণিত সেই দলটির জন্য জিহাদ করাও শুদ্ধ হতনা এবং আল্লাহ তাআলাও সমগ্র জাতিকে ছেড়ে তাদেরকে এই মহান শ্রেষ্ঠত্বে ভূষিত করতেন না।

৯) কর্মভিত্তিক ইজমা' উক্তিমূলক ইজমা'কে আরো বেশী জোরদার করেছে। কেননা এ যুগে যেখানেই শত্রুরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছে খলিফার অবিদ্যমানতা সত্বেও তখনই মুসলমানরা তাদের মোকাবেলা করে তাদের প্রতিরক্ষা করেছেন। যেমনটি ঘটেছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের অধীনে ইসলামী বিশ্বের পতনের পর ও খেলাফতে ওসমানীর ধ্বংসের পর। তখন আলজেরিয়া লিবিয়া মিসর সিরিয়া ইরাক ও ভারতবর্ষসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ওলামায়ে কেরাম ও মুজাহিদীনগণ তাদের ভূমি ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করে তাদের জিহাদ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ও তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারেও ওলামায়ে কেরাম তখন একমত পোষণ করেছিলেন। অথচ তখন মুসলমানদের না ছিল কোন ব্যাপক খলিফা, না ছিল সে অঞ্চলগুলোর জন্যে কোন বিশেষ আমীর, আর না ছিল তাদের নিকট কোন ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি; বরং তা ছিল আবু বাসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার সাথীদের ন্যায় কেবলই একটি গোষ্ঠীকেন্দ্রীক যুদ্ধ, যা তারা চালিয়ে গিয়েছেন স্বদেশ স্বাধীন হওয়া ও পশ্চিমা ঔপনিবেশিকদের বেরিয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত।

সুতরাং যারা জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য খলিফা বা ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাকে শর্তারোপ করে থাকে, তারা বিদেশী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ জিহাদ করেছেন এবং নারী শিশু ও ভূমি রক্ষায় শত্রুদের সাথে লড়াই করে যত মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমান শহীদ হয়েছেন তাদের সকলের জিহাদকে নাকচ করে দিচ্ছে।

১০) জিহাদ একটি বোধগম্য ফরজ ইবাদত। যৌক্তিকতার বাইরে স্রেফ ইবাদতমূলক কোন বিধান না। সুতরাং তা বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য হল, জনগণকে রক্ষা করা, শত্রুদেরকে প্রতিহত করা, তারা আমাদের প্রতি আক্রমণ করার পূর্বেই তাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করা বা আক্রমণ করার পর তাদেরকে বিতাড়িত করা। সুতরাং তাদেরকে প্রতিহত করা সম্ভব এমন সকল পদ্ধতি বা উপায়ই অবলম্বন করা বৈধ, চাই তা কোন শান্তিপূর্ণ যুদ্ধ হোক বা স্বশস্ত্র যুদ্ধ, এবং চাই তা প্রকাশ্য যুদ্ধ হোক বা স্নায়ু যুদ্ধ এবং চাই সে যুদ্ধটি একটি কর্তৃপক্ষ ও ঝান্ডার অধীনে হোক বা তা ছাড়া হোক। কেননা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য অনুযায়ী এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে কোন শর্তারোপ করা হয়নি। বিশেষতঃ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে। বরং সামর্থ্যবান প্রতিটি ছোট-বড় ধনী-গরীব

পুরুষ-মহিলার ওপর দায়িত্ব হল, তার সাধ্যমতো প্রতিরোধ করা, এমনকি পাথর দিয়ে হলেও। যেমনটি ফুকাহায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন।

যেমন হাশিয়ায়ে বাইজুরী আশ্ শাফিয়ী' কিতাবে প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

"যদি কাফেররা মুসলমানদের কোন শহরে অনুপ্রবেশ করে বা শহরের কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করে তাহলে তখন তাদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সে শহরবাসীদের জন্যে এমনকি তাদের মহিলা শিশু দাস ও ঋণগ্রস্তদের জন্যেও জরুরী হয়ে পড়ে তাদের সম্ভবপর হাতিয়ার দ্বারা কাফেরদের প্রতিহত করা, এমনকি পাথর দ্বারা হলেও, যদিওবা তাদের স্বামী অভিভাবক মনিব ও ঋণদাতাগণ তাদেরকে অনুমতি না দেয়।" (২/৪৯১)

তেমনিভাবে জিহাদের জন্যে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ বা পর্যাপ্ত সক্ষমতা বা বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত না।

যেমন খতিব আশ্ শিরবিনী আশ্ শাফিয়ী' রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "কাফেরদের দ্বিতীয় অবস্থা হল এই যে, তারা আমাদের কোন শহরে প্রবেশ করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে শহরবাসীর ওপর আবশ্যক হল, তাদেরকে যথাসাধ্য প্রতিহত করা এবং জিহাদ তখন ফরজে আইন হয়ে যায়, চাই যুদ্ধের জন্যে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা সম্ভাবপর হোক বা না হোক। আর যারা কাফেরদের অনুপ্রবেশকৃত শহর থেকে সফরসীমার মধ্যে অবস্থান করবে শহরবাসীর মাঝে লড়াইয়ের সক্ষমতা থাকো সত্বেও তাদের বিধানও হবে শহরবাসীর বিধানের ন্যায়। কেননা কাছাকাছি থাকার কারণে তারা যেন তাদের সাথে একই শহরে বসবাস করছে। তাই উল্লিখিত সকলেরই ওপর এমনকি তাদের গরীব শিশু ঋণগ্রস্ত ও দাসদের ওপরও অনুমতি গ্রহণ ছাড়াই জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যারা সফরসীমার বাইরে থাকে তাদের জন্যে আবশ্যক হল, প্রয়োজনের সময় সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে রক্ষার জন্য তাদের নিকট গমন করা। সুতরাং নিকটবর্তীদের জন্যে তা ফরজে আইন হয়ে গেল এবং দূরবর্তীদের জন্যে হয়ে গেল ফরজে কেফায়া।" (আল ইকনা': ২/৫১০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের রূপ এমন যে, যেন কোন স্হানে শত্রুরা এই পরিমাণ বেশী থাকবে যে, তাদের

সাথে লড়াই করার মত সামর্থ্য মুসলমানদের নেই, কিন্তু তারা এই আশঙ্কাবোধ করবে যে, তারা শত্রুদের সাথে লড়াই করা থেকে বিরত থেকে চলে গেলে তাদের পিছনে রয়ে যাওয়া মুসলমানদেরকে শত্রুরা কাবু করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আমাদের ওলামায়ে কেরাম ঘোষনা করেছেন যে, তখন তাদের উচিত তারা নিজেদের ও যাদের নিয়ে তারা আশঙ্কাবোধ করছে সকলের জীবন বাজি রেখে শত্রুদের আত্মসমর্পন করার আগ পর্যন্ত লড়ে যাবে।

এর উদাহরণ হচ্ছে, শত্রুরা কোন মুসলিম শহরে আক্রমণ করা এবং মুসলমানদের যোদ্ধারা তাদের অর্ধেকেরও চেয়ে কম থাকা এবং তখন অবস্থা এমন হওয়া যে, যদি তারা লড়াই করা থেকে বিরত থাকে তাহলে শত্রুরা পবিত্র ভূমিকে জবরদখল করে নিবে তাহলে এই সুরত ও এর অনুরুপ সুরতগুলোতে যুদ্ধটি হবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণাত্মক নয়, সেক্ষেত্রে বিরত থাকা কোন ক্রমেই জায়েয নেই।" (আল ফাতাওয়াল মিসরিয়্যাহ: ৪/৫০৯)

এ সবগুলো বিষয়েই উম্মতের ওলামায়ে কেরাম ও ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। তাই প্রতিরক্ষামূলক জিহাদে মুসলমানদের শক্তির প্রতি এবং তাদের সক্ষমতার প্রতি এবং তাদের বিজয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকা না থাকার প্রতিও কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। বরং মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষায় নিজেদের মৃত্যু নিশ্চিত জানা থাকা সত্বেও শরীরে রক্তের শেষ বিন্দু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত আমরণ লড়ে যেতে হবে।

যেমন ইমাম শাফিয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমি পুরুষদের জন্যে কোন দলের ওপর বর্মবিহীনভাবে আক্রমণ করতে বা সে মারা যাবে এই আশঙ্কা থাকা সত্বেও কোথাও আকস্মিকভাবে হামলা করতে কষ্টসাধ্য মনে করি না।" (আল উম: ৪/১৭৮)

এটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে, সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের ক্ষেত্রে তা আরে ভালভাবে প্রয়োগ হওয়ার দাবি রাখে। এবং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় যে, তা আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করার জন্যে সম্পাদন করতে হবে। তবে হ্যাঁ, জিহাদের সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট প্রকার ওটাই যা এ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি এজন্যে লড়াই করে যেন আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ হয়ে যায়, সে আল্লাহর রাস্তায় রয়েছে।

হাদিসটি আক্রমণাত্মক জিহাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে, এবং হাদিসের মর্মার্থ প্রতিরক্ষামূলক জিহাদের বিরোধী নয় বরং যারা ইজ্জত-সম্মান সম্পদ ও প্রাণ রক্ষায় মারা যাবে তারাও শহীদ। সুতরাং প্রতিরক্ষামূলক জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে একাকী বা দলবদ্ধভাবে ভূমি, ইজ্জত-আবরু ও জান-মাল প্রতিরক্ষার জন্য। তাও আবার বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানদের সহায়তায় বা অমুসলিম যেমনঃ জিম্মিদেরকে সাথে করে নিয়ে তাদের সকলের আবাসভূমি রক্ষার স্বার্থে।

তেমনিভাবে কাফের শত্রুদের থেকে মুসলমানদের জানমাল ভূমি ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় অমুসলিম জনগণ ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা যাবে। রাসুল সাল্লাআল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনার ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন শত্রুদের মদীনা আক্রমণ কালে মদীনা প্রতিরক্ষার জন্যে। যেমনিভাবে ইরাক সিরিয়ায় সাহাবায়ে কেরামও সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন আরব খৃষ্টানদের কাছ থেকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ তার সাথে বের হওয়া সিরিয়ানদের নিয়ে সিরিয়ায় তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের মাঝে তখনও বিভিন্ন প্রকার বেদআতী থাকা সত্বেও এবং জিম্মিদের ইয়াহুদী খৃষ্টান বন্দিদেরকে তাতারীদের হাত থেকে মুক্তি দান করেছেন তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করার পর তারা যখন মুসলমানদের সাথে জিম্মিদেরকেও মুক্তি করা ব্যতিত শুধুমাত্র মুসলমানদের মুক্তি দিতে রাজি না হয়।

মোটকথা প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোন কিছুই শর্ত নয়। খলিফা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, ঝান্ডা বিদ্যমান থাকাও শর্ত নয়, আল্লাহর দ্বীন বুলন্দ করার ইচ্ছা করাও শর্ত নয়, কোন আলেমের ফতোয়াও শর্ত নয়, কাতার এক হওয়াও শর্ত নয়, শক্তি থাকাও শর্ত নয়, বিজয়ের সম্ভাবনা থাকাও শর্ত নয়। তবে তা মুজাহিদীনদের জন্য এক কাতারে এক আমীরের অধীনে থেকে জিহাদ করা ওয়াজিব হওয়ার বিরোধী নয়; কিন্তু যদি তা অসম্ভব হয় তাহলে জিহাদকে পরিত্যাগ করে বন্ধ করে রাখা হবে না।

والله تعالى أعلم وأحكم

— লেখক পরিচিতি – শাইখ ড. হাকিম আল মুতাইরি হাফিজাহুল্লাহ ৭/১১/১৯৬৪ সালে কুয়েতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জামিয়াতুল কুয়েতের "শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ" থেকে ১৯৮৯ সালে মাস্টার্স করেন। ১৯৯৫ সালে মক্কা মুকাররমার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "আল-ইখতিলাফ আলার-রাবি ওয়া আসরুহু আলার-রিওয়াইয়াত ওয়াররুয়াত" এর উপর "শরিয়াহ ও উসুলুদ-দ্বীন" অনুষদ থেকে মাস্টার্স করেন। ২০০০ সালে যুক্তরাজ্যের বারমিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় এর "ইসলামিক স্টাডিজ" থেকে (ডক্টর অফ ফিলোসফি) পিএইচডি করেন। ডক্টরেটের বিষয়বস্তু ছিল- "তাহকিক কিতাব ইহকামুজ জারিয়াহ ইলা আহকামিশ শরিয়াহ লিসসারমারি আল হানবালি মাআ দিরাসাতি শুবুহাতিল মুস্তারশিকিন হাওলাস সুন্নাহ আন নাবাবিয়্যাহ ও মুনাকাশাতিহা"।

তিনি ২০০৬ সালে মরক্কোর ফেজ এর জামিয়াতুল কারভিন থেকে "ফিকাহ" অনুষদ থেকে পিএইচডি করেন। বিষয় ছিল- তাহকিক কিতাব মুখতাসারুন নিহায়াহ ওয়াত-তামাম লিমুহাম্মাদ ইবনু হারুন আলকিনানি"।

তিনি কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়াহ অনুষদে হাদিস ও তাফসীরের উস্তাদ ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারী প্রধানের দায়িত্ব পালন সহ নানামুখী কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন- শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাররাহ, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-আশকার, শাইখ আজিল আন-নাশমি, শাইখ আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক, শাইখ ইবরাহীম বিন সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ আল-জাররাহ, শাইখ ইউসুফ মুহাম্মাদ সাদেক, শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ, শাইখ আব্দুস সাত্তার ফাতহুল্লাহ প্রমুখ।

তিনি প্রথমে কুয়েতের হারাকাহ আস-সালাফিয়্যাহ এবং জেনারেল সেক্রেটারি ও পরবর্তী সময় হিজবুল উম্মাহ – এর জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা ৩৪, এছাড়াও তিনি অসংখ্যা প্রবন্ধ ও গবেষনামূলক রচনা লিখেছেন।

দারুল ইরফান থেকে সংগৃহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪৮৯৭

*****